৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১২ জ্যৈষ্ঠ – ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ২৭ মে – ২ জুন, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 32, 27 May - 2 June, 2023

৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনা

৪এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শনিবার : আচমকা এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক জানিয়ে দিল আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে ২০০০ টাকার নোট। আর ছাপা হবে না। যার কাছে যা আছে জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কে।

রবিবার : কুর্সির কিস্‌সা কাটিয়ে একাধিক মুখ্যমন্ত্রী ও নেতার

উপস্থিতিতে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া। উপ মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডি কে শিবকুমার।

সোমবার : বিস্ফোরণ সিরিজে এখনও এগরা নিয়ে আলোচনা শেষ

হয় নি। তারই মধ্যে নতুন সংযোজন বজবজের নন্দরামপুর দাসপাড়া। মারা গেলেন একই পরিবারের ৩ জন। শুরু হয়েছে বাজি বাজেয়াপ্তকরণে পুলিশি তৎপরতা।

মঙ্গলবার : স্কুল নিয়োগ দুর্নীতির কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পুর নিয়োগ দুর্নীতির কেউটে। তার

সিবিআই তদন্তে স্থগিতদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

বুধবার : এ এক নতুন চমক বাঙালির। ত্রিপুরা পর্যটনের ব্র্যান্ড আমবাসাডার হতে চলেছেন সৌরভ

গাঙ্গুলী। ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তিনি। রাজনীতি হচ্ছে এ নিয়েও। তবে তাতে বিরক্ত সৌরভ।

বৃহস্পতিবার : এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের সব আলো কেড়ে নিয়েছে নরেন্দ্রপুর

রামকৃষ্ণ মিশন। প্রথম দশ জনের মধ্যে তাদেরই সাত জন। বহুদিন পর খুশি মিশনের মহারাজরা।

শুক্রবার : নিভে যাওয়া অশান্তির আগুন ফের জ্বলে উঠল

মণিপুরে। আসাম সফররত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৩ দিনের জন্য যাবেন মণিপুরেও। আসামে বসেই বৈঠক করেছেন মনিপুর নিয়ে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নেই নিরাপত্তা, চুরি যাচ্ছে ফ্লাড সেন্টারের সরঞ্জাম

বাসন্তী

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালিতে একটি সুদৃশ্য ফ্লাড সেন্টার আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই ফ্লাড সেন্টারে দুর্গত মানুষদের আশ্রয় দেওয়া হয়। সেন্টারটিতে পানীয় জল শৌচালয় সহ বৈদ্যুতিক সংযোগ করে পাখা লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্প্রতি ওই ফ্লাড সেন্টার পরিদর্শন করতে গিয়ে চোখে পড়ল সেন্টারের যাবতীয় পাখা ওয়ারিং–এর তার, আলো সব চুরি হয়ে গেছে। পানীয় জলের কলটিও গায়েব হয়েছে। ভবনের অনেক গ্রিল খুলে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জনৈক এক ব্যক্তি জানালেন, জনৈক আমিরুল, আজীব, বাবুসোনা এবং চুকের ভাই তারা নাকি ফ্লাড সেন্টারের জিনিসপত্র চুরি করেছে। পুলিশ কয়েকজনকে ধরেছিল, আবার ছেড়েও দেয়। বাসন্তী ব্লকের বিডিও সৌগত কুমার সাহা এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানানো হয়েছে। নতুন করে সংস্কারের প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ব্লক ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার শীতল চন্দ্র মাইতি জানান, ওই ফ্লাড সেন্টারে কোনো গার্ড ছিল না। যাতে গার্ড থাকে তার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এডিসি সিভিল ডিফেন্স ঋত্বিক হাজরা বলেন, দেখুন জেলার অধিকাংশ ফ্লাড সেন্টারগুলোর একই আস্থা। এই সব সেন্টারগুলোতে ২৪ ঘন্টা করে দুজন করে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছা সেবকদের গার্ড থাকলে ভালো হয়। বারে বারে সরকারের কাছে এর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনো অর্ডার আসেনি। প্রসঙ্গত জানা গেল এই ফ্লাড সেন্টারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অত্যাধুনিক অনেক যন্ত্রপাতিও ছিল, সে সবও নাকি চুরি হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সরকার ফ্লাড সেন্টার তৈরি করেছে, কিন্তু রক্ষণা–বেক্ষণের অভাবে সব ধ্বংস হতে বসেছে।

বাজি বিস্ফোরণ সিরিজে পর্দার আড়ালে কারা?

ওঙ্কার মিত্র

প্রতিবাদে সামিল বাজি কর্মীরা

পর পর বাজি মহল্লায় বিস্ফোরণ, মৃত্যু, পুলিশের ধরপাকড়, বাজি বাজেয়াপ্ত। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। যেন এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে রাজ্যে। অবৈধ বাজি কারবার নিয়ে টিভি চ্যানেল থেকে সমাজ মাধ্যম বাকবিতণ্ডায় কাঁপিয়ে তুলছেন রাজনীতিক থেকে বিশেষজ্ঞরা। ভাব করছেন যেন এমন একটা গ্রহ থেকে এঁরা এসেছেন যেখানে বাজি কারবার বলে কিছুই নেই। সত্যিই কি তাই! মোটেই না।

এর সূত্র খুঁজতে গেলে কয়েক মাস পিছিয়ে যেতে হবে। গত কালী পুজোর আগে অক্টোবর মাসে যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বলে হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল এ রাজ্যে গ্রিন বাজি ছাড়া অন্য সব বাজি নিষিদ্ধ। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও সরকারকে কোর্ট বলেছিল বাজি বাজারগুলোতে নজর রাখতে যাতে গ্রিন বাজি ছাড়া অন্য কোনো বাজি বিক্রি না হয়। এর সঙ্গে মানুষকে সচেতন করতে প্রশাসনকে ব্যাপক প্রচার চালাতে নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশমত রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রকও নির্দেশ জারি করে গ্রিন বাজি ছাড়া অন্য বাজি নিষিদ্ধ করে। এমনকি গ্রিন বাজি ছাড়া কাউকে লাইসেন্স না দেবার নির্দেশও জারি হয়। কালী পুজো মোটামুটি নির্বিঘ্নে কেটে যেতেই ইতি পড়ে সমস্ত তৎপরতায়। আর এটাই আজকের বাজি বিড়ম্বনার উৎস স্থল। সেদিন যদি নিষিদ্ধ বাজি তৈরি বন্ধে প্রশাসন উদ্যোগ নিত তাহলে আজকের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না। এখন বাজি হাব তৈরির কথা বললেও সেদিন এই জটিল আর্থ সামাজিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে সরকার। যদিও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে ৩১ অক্টবর ২০২২–এর পর থেকে তারা বাজি বানানোর ছাড়পত্র দেয় নি।

অবশ্য তাতে রাজ্যে বাজি বানানো থেমে থাকে নি। কারণ এ রাজ্যে বাজি উৎপাদন কোনো বড় শিল্পের অধীনে নয়। এমনকি এটা কোনো সখের ব্যবসাও নয়। এটা কয়েক হাজার মানুষের রুটি রুজির সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদের বাজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে ৫০ বছরের উপর এরা এই ব্যবসা করছে। মূলত চাষবাসের হাল খারাপ হওয়ায় এই ঘরোয়া শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এরা। যদিও বাজি তৈরির কোনো প্রশিক্ষণ তাদের নেই। এমনকি বাজির মশলা নিরাপদে সংরক্ষণের পদ্ধতিও তাদের জানা নেই। তবুও তাদের কম পুঁজির বাজির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে ঘরে ঘরে বাজি তৈরি ও খোলা বাজারে বাজির মশলা বিক্রি বন্ধ হবার পর। তবে তারাও চান নিষিদ্ধ বাজি তৈরি বন্ধ করে গ্রিন বাজি তৈরি করতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে না মূলত দুটি কারণে। এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার বাতাসে বারুদের গন্ধ ভারি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১২ জনের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে নন্দরামপুর দাসপাড়ায় এক বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে তিন জনের মৃত্যু হয়। ফরেনসিক দল ও সিআইডি ঘটনাস্থলে তদন্তে আসে। দেখা যায় রাতের অন্ধকারে গাড়ি করে ড্রাম ভর্তি কিছু জিনিস পুলিশ সরিয়ে ফেলছে। অনেকের ধারণা ও গুলি অবৈধ বারুদ। বজবজের পাশেই মহেশতলার চিংড়ি পোতায় কিছুদিন আগে বিস্ফেরণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অনেকেরই প্রশ্ন পুলিশের নজর এড়িয়ে কিভাবে দিনের পর দিন এই সব এলাকায় অবৈধ বাজি কারখানা চলছিল? এতদিন পর দেখা গেল পুলিশকে অতিসক্রিয় হতে। মাইকিং করে বাজি তৈরি না করার ফরমান জারি হয়। অনেকের অভিযোগ পুলিশ বৈধ বাজী কারবারীদের দোকান

ভাঙচুর করেছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার কেজি বাজি উদ্ধার করে পুলিশ। জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। তারা বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি তোলে। বজবজের পর বিস্ফোরণ ঘটে বীরভূমের দুবরাজপুরে। ইংলিশ বাজারে এক বাজির দোকানে বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ে চালতাবেড়িয়া গ্রামে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হচ্ছে। বিরোধীদের দাবি পঞ্চায়েত ভোটের জন্যই বিভিন্ন জায়গায় বোম বাঁধার কাজ চলছে। সেই কারণে সারা রাজ্য জুড়ে এত বিস্ফোরণ হচ্ছে। বাংলার বাতাস বারুদের গন্ধে ভারী হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে জেলা পুলিশের দপ্তরে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র।

বারুইপুরের চম্পাহাটি–হাড়াল থেকেও প্রচুর বাজি উদ্ধার করা হয়। অনেকের দাবি বাজি কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কুটির শিল্পের স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মুখ্য সচিবকে মাথায় রেখে একটি কমিটি করে দিয়েছেন। রাজ্যের কোথায় কোথায় বাজি তৈরি হয় তার রিপোর্ট দু মাসের মধ্যে জমা দেবে কমিটি। বেআইনি বাজি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী ক্লাস্টার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

কাঠগড়ায় উপপ্রধানের স্বামী

চাকরি দেওয়ার নামে দশ লক্ষ টাকা প্রতারণা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমগ্র রাজ্য জুড়ে নিয়োগ দুর্নীতি বর্তমান শাসক দলের একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষক পদের নিয়োগ নিয়ে যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও প্রতারণা প্রকাশ্যে এসেছে তা যে কোনও সরকারের কাছেই লজ্জাকর। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহলের। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁয় আবারও প্রাকাশ্যে এল শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। গাইঘাটা ব্লকের ঝাউডাঙা পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে দশ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল। টাকা দিয়েও চাকরি না পাওয়ায় অবশেষে বনগাঁ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে চাকরি না পাওয়া পরিবার। এ বিষয়ে বাগদা থানার রানীহাটির বাসিন্দা রামকৃষ্ণ বালা বলেন, '২০১৭ সালে সমীরকে টাকা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি হয়নি। টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বললে সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, টাকা চাইতে গেলে সমীরের প্রাণ নাশের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। আসলে সমীর বিশ্বাস আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ২০১৭ সালে আমাদের বাড়িতে এসে আমার বড় ছেলেকে প্রাইমারিতে চাকরি পাইয়ে দেবার কথা বলে। দশ লক্ষ টাকা ক্যাশ দিলেই চাকরি নিশ্চিত। এই কথা শুনে বৌয়ের গয়না গাটি বিক্রি সহ বহু চেষ্টা চরিত্র ও ধার কর্জ করে টাকা জোগাড় করি। টাকা নেওয়ার সময় স্ট্যাম্প পেপারে চাকরি না হলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে, এই মর্মে লিখিত দেয়। কিন্তু তারপর দিনের পর দিন পার হলেও ছেলের চাকরি আর হয়না। প্রথম প্রথম টাকা ফেরত চাইলে নানা রকম বাহানা করে। পরে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। আর পীড়াপিড়ি করলে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। এরপর আমি আইনের দ্বারস্থ হই।' এ প্রসঙ্গে সমীর বিশ্বাসের দাবি রামকৃষ্ণর কাছ থেকে তিনি আড়াই লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ধার হিসেবে। নিয়মিত সুদও দেওয়া হচ্ছে। তবে চাকরি পাইয়ে দেবার কথা অস্বীকার করেন তিনি। তিনি বলেন, 'রামকৃষ্ণ বালা আমার সম্পর্কে পিসতুতো দাদা। তিনি সুদের ব্যবসা করেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে যখন আমার বাবা মারা যায়, তখন আমার একটু আর্থিক টানাটানি হয়। তখন আমার পিসতুতো ভাই বাবলু বালাকে বিষয়টা জানাই। এবং তার মারফতেই রামকৃষ্ণ বালার কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সুদে আনা হয়। প্রত্যেক মাসে তাকে সুদের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ বালা আমাকে একটা কোর্টের নোটিশ পাঠায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

অভিষেক গড়ে শুভেন্দুকে নিয়ে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পৈলান থেকে কয়েকশ মোটর সাইকেল র‍্যালি করে বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে যান। প্রথমে তিনি জয়রামপুরে খরগেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। মূল রাস্তা থেকে মন্দির পর্যন্ত ১ কিলো মিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে সকলে অবাক হয়ে যান। এলাকার মানুষ জন রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য ক্ষোভে ফুঁসছে। পুজো দেবার পর বরোধী দলনেতা সোনাঝুরিতে বিজেপির কার্যকারণী সভায় যোগ দেন। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাঁটু জানান, মোদি সরকারের নবম বছর পূর্তি, মহা জন সম্পর্ক কর্মসূচি এবং দলের কার্যকারিণী সভা উপলক্ষেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি এসেছিলেন। প্রসঙ্গত অভিষেক গড়ে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ফলতার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিরোধ করা হবে। জাহাঙ্গীর খানকে সতর্ক করে গেলাম। ওর মালিকও ছাড় পাবে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বেসরকারি রেডিও স্টেশন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার খবর আরো দ্রুত অন্যত্র পৌঁছে দিতে সুন্দরবনে এই প্রথম শুরু হলো বেসরকারি রেডিও স্টেশন তৈরির কাজ। ইতিমধ্যেই এই হ্যাম রেডিও এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। সোমবার গোসাবার চন্ডিপুর এলাকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ শুরু করলো হ্যাম রেডিও। আর এই হ্যাম রেডিও কাজ শুরু করায় এলাকার মানুষের প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ রাখতে যথেষ্ট সুবিধা হবে— এমন দাবি করছেন বেসরকারি ভাবে তৈরি হওয়া এই রেডিও স্টেশনের কর্মীরা। সিভিল ডিফেন্সের কর্মী দেবব্রত মন্ডল বেশ কয়েক মাস আগেই হ্যাম রেডিও সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। তারপর শুরু হয় হ্যাম রেডিও তৈরি পরিকল্পনা। চন্ডিপুরে নিজের বাড়িতে এই হ্যাম রেডিও সফলভাবে কাজ শুরু করে সোমবার। কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এসে রেডিও স্টেশনটিকে সমস্ত খুঁটিনাটি ও প্রযুক্তিগত দিক সঠিকভাবে তৈরি করে দেন। এরপর পাঁচের পাতায়

উচ্চ মাধ্যমিকের নম্বরে করোনার প্রকোপ

বরুণ মণ্ডল

এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, যারা এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, তারা কোভিড নাইন্টিনের কারণে ২০২১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা না হওয়ায় তারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। ফলে তারা জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ফলে এটা পরীক্ষার্থীদের কাছে যেমন একটা লড়াই ছিল ঠিক তেমনই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছেও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আর তার ফলেই কী এবারের উচ্চমাধ্যমিকে সার্বিক ফলাফল এতোটা নিম্নমুখী। এদিকে প্রশ্ন উঠছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা না দেওয়ার ফলেই কী এবারের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলটা এতোটা খারাপ হল? এবারের উচ্চমাধ্যমিকের ফলে ৬০ শতাংশের ওপরের দিকের নম্বরটা এবার ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে সংসদ সচিব তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন, কেন কমলো সাংবাদিকরা বিশদে এ বিষয়ে গবেষণা করুন। যদি আরও তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেটাও আমরা সরবরাহ করবো। সাংবাদিকরা নিজেদের মতো করে গবেষণা পরীক্ষানিরীক্ষা করুন বলে জানান, সংসদের সহকারী সচিব(পরীক্ষা) উৎপল কুমার বিশ্বাস।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড.চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ২৪ মে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, এবারের লিখিত পরীক্ষা শেষের মাত্র ৫৭ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে। এবারেও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী ১,২৬,৫২৮ জন অর্থাৎ ১৪.৮৪ শতাংশ বেশি। এদের মধ্যে অনেকেই ফাস্ট জেনারেশন লার্নার। যারা উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এবারের উচ্চমাধ্যমিক মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ৮,৫২,৪৪৪ জন। আর অ্যাপিয়ার্ড পরীক্ষার্থী রয়েছে ৮,২৪,৮৯১ জন। এরমধ্যে পাস করেছেন ৭,৩৭,৮০৭ জন। এবার ছাত্রদের পাসের হার ৯১.৮৬ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার

একটু কম ৮৭.২৬ শতাংশ।

এবার দেখা গেছে রাজ্যের ১১ টি জেলায় পাসের হার ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পাসের হারে এবার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পাসের হার ৯৪.৮৮ শতাংশ। আর কলকাতা জেলা পাসের হারে রাজ্যে দশম স্থানে রয়েছে। পাসের হার ৯০.৩৬ শতাংশ। যেখানে হাওড়া জেলায় পাসের হার ৯১.৫২ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পাসের হার ৯২.৮০ শতাংশ। এবার পাসের হারের নিরিখে ৬০ শতাংশ বা তারও বেশি নম্বর পেয়েছে, এবারে তাদের মোট সংখ্যা ২,৭৩,৫৮০ জন। পাসের হারে যেটা ৩৮.৬৫ শতাংশ। গতবার ২০২২ – এ যেটা ছিল ৭৮ শতাংশ। ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে, তাদের মোট সংখ্যা ৫২,৮৭৮ জন। পাসের হারে যেটা হল ৬.৬৬ শতাংশ। এবারে ৫০ – ৫৯ শতাংশ (গ্রেড – বি) নম্বর পেয়েছে ১,৯৭,৯০৯ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১,০৫০৪৬ জন। ৪০ – ৪৯ শতাংশ (গ্রেড – সি) নম্বর পেয়েছে ২,৬৬,২৯২ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১,৫২,৪৭৫ জন। আর ৩০ – ৩৯ শতাংশ (গ্রেড – পি) নম্বর পেয়েছে ১,০২৬ জন। আবার ৯০ ১০০ শতাংশ (গ্রেড – ও) নম্বর পেয়েছে ৭,৯৫৮ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৪,৪৭৭ জন।

প্রথম ১০ টি পজিশনে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী আছে হুগলি জেলা থেকে ১৮ জন। তার পরে আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে আছে ১২ জন। সরকারি রূপে এটা ঘোষিত হলেও এই ১২ জনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে চার জন এ জেলার ছেলে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় একটি আবাসিক বিদ্যালয় হওয়ায় এখানের ন'জনের মধ্যে দু'জন এই জেলার ছেলে। একজন বজবজ সারেঙ্গাবাদের আরেকজন সোনারপুরের ছেলে। বাকিরা রাজ্যের অন্য জেলার ছেলে। এছাড়া এ জেলার অন্য দু'টি স্কুলের তিনজন আছে প্রথম ১০ টি পজিশানে। এদের মধ্যে দু'জন নামখানার বাসিন্দা আরেকজন মগরাহাটের বাসিন্দা। আবার কলকাতা থেকে সরকারি রূপে তিনজন ঘোষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে কলকাতা পৌর এলাকার চার জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে টপ টেন পজিশনে। তার মধ্যে একজন ছাত্রী। যাদবপুর বিদ্যাপীঠের হালতুর বাসিন্দা শ্রীজা উপাধ্যায়ের স্থান সপ্তম। এবার টপ টেন র‍্যাঙ্ক হোল্ডার রয়েছে ৮৭ জন। তার মধ্যে ছাত্র আছে ৪৬ জন। আর ছাত্রী রয়েছে ৪১জন। এটা ছাত্রীদের একটা বেশ ভালো দিকে। এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস পালন

বিশেষ প্রতিনিধি : সতীদাহ প্রথা মোচনকারী, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিক রাজা রামমোহন রায়ের আজ ২৫২ তম আবির্ভাব দিবস। রাজা রামমোহন রায়ের অভিভাব ক দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন সকালে শিলিগুড়ির শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ১২ নং ওয়ার্ডে রাজা রামমোহন রায় রোডে পালিত হয় মহান মনিষীর জন্মদিন। তার আবক্ষ মুর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র, মেয়র পরিষদ মানিক দে, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাসুদেব ঘোষ সহ আরো অন্যান্যরা। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে। প্রসঙ্গত তৎকালীন সময়ের সতীদাহ প্রথার আগুনে জ্বলতো মেয়েরা। স্বামী গত হলে স্বামীর চিতার সাথে সহমরণ যেতে হতো স্ত্রীদের। রাজা রামমোহন রায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল। নারী শিক্ষা ও নারী অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও কম নয়।

৩২ ঘণ্টা ধর্না বিক্ষোভ কর্মসূচি

বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ অন্যান্য খাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবীতে, আজ থেকে শুরু হয়েছে শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে ৩২ ঘন্টা ধর্না বিক্ষোভ কর্মসূচি। আগামীকাল সন্ধে ছটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানা গেছে। মৈনাক টুরিস্ট লজের পাশে তৈরি করা হয়েছে ধর্না মঞ্চ। এই কর্মসূচিতে আজ উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সহ আরো অন্যান্যরা। এছাড়া আরো উপস্থিত হয়েছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতি পাপিয়া ঘোষ। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেবও ধর্না মঞ্চে উপস্থিত হন বলে জানা।

আমেরিকাতেও বিশেষ খ্যাতি নয়াবাজারের দইয়ের

বিশেষ প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : বঙ্গবাসীর মন জয় তো আগেই হয়েছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে দই প্রত্যেক বছর পাড়ি দেয় সুদূর প্রবাসেও। কথা হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নয়াবাজারের দই এর। যার খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে শহর ছেড়ে গ্রাম, জেলা, রাজ্য ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে। যেমন অতুলনীয় গন্ধ তেমনিই স্বাদ এই দইয়ের। সেকারণেই দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন নয়াবাজারের দই কিনতে। কথায় বলে বাঙালির শেষ পাতে একটু দই না হলে ঠিক জমে না। নয়াবাজারের দইয়ের মধ্যে ক্ষীর দই, টকদই, সাদাদই, চিনিপাতা দই এবং মিষ্টি দই প্রভৃতি জনপ্রিয়। পুরনো রীতি মেনেই দুধ সংগ্রহের পর মাটির সরা বা পাত্রে দই প্রস্তুত করেন বিক্রেতারা। জন্মদিন, বিয়ে থেকে শুরু করে নানান অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে নয়াবাজারের দই এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে বহু প্রজন্ম ধরে। নয়াবাজারের দই বিক্রেতা বিপ্লব ঘোষ বলেন উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা, পার্শ্ববর্তী রাজ্য এমনকি আমেরিকাতেও আমাদের দই পাড়ি দেয় প্রত্যেক বছর।

তার কথায় গত দুবছর লকডাউনে ব্যবসা কিছুটা খারাপ হলেও লকডাউন শিথিল হতেই পুনরায় ব্যাবসা ভালো হচ্ছে।

দই কিনতে আসা এক ক্রেতা মানিক সরকার বলেন, নয়াবাজারের দইয়ের রাজ্যজুড়ে নামডাক রয়েছে, সাধ্যের মধ্যে এত সস্তায় এইরকম ভাল দই পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পাওয়া যাবেনা।

জামাইষষ্ঠীর আগে হাত পুড়ছে ইলিশ মাছে

বিশেষ প্রতিনিধি : নানান ধরনের মাছ চাষ ও মাছ বিক্রির জন্য গোটা বাংলা জুড়ে সুপরিচিত ও বিখ্যাত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত স্থান গঙ্গারামপুর। জামাইষষ্ঠীর আগে গঙ্গারামপুর মাছ বাজারে আগুন ইলিশের দামে। জামাইদের আদর আপ্যায়নে কোনরকম খামতি রাখতে নারাজ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তাই এই পরিস্থিতিতে অগ্নিমূল্য বাজারদর ভাবাচ্ছে আমবাঙালিদের।

কথায় আছে মাছে-ভাতে বাঙালি। পাতে মাছ না পরলে যেকোনে অনুষ্ঠানই অপূর্ণ থেকে যায় বাঙালিদের। তবে এই উৎসবে ইলিশের চাহিদাটাই বেশি থাকে। চলতি বছরে সেই ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত আম বাঙালি, তার প্রধান কারণ অতিরিক্ত দাম। বাজারে ইলিশ কিনতে গিয়ে হাতে ছেঁকা খেতে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের। মূলত, ইলিশের কম সরবরাহ থাকায় পাইকারি ও খুচরা বাজারে দাম বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।

ইলিশের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা। বাজারে এক কেজি বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১৭০০–১৮০০ টাকায়। একসপ্তাহ আগে যা ছিল ১৩০০–১৪০০ টাকা। এছাড়াও ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১২০০–১৩০০ টাকা মূল্যে। গঙ্গারামপুরের পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন মাছ বাজার, পান সমিতি মাছ বাজার, কালদিঘি ও ধলদিঘি মাছ বাজার সহ বিভিন্ন জায়গাতেও ইলিশ মাছের দাম রয়েছে চড়া। এছাড়াও জামাইষষ্ঠীর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন উপাদানের দাম বেড়েছে চড়া যা কিনতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সেই চড়া দামের আগুনে হাত পুড়ছে।

তবুও জামাই আদরে খামতি না রাখতে জামাই আপ্যায়নের জন্য কার্যত কৃপণতা না করে পকেট থেকে প্রচুর টাকা গুনে মিষ্টি মন্ডা মিঠাই মাছ মাংস ও সাথে বাঙালির মাছের রাজা ইলিশ কিনতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন সকলে, তা বলাই বাহুল্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ মে – ২ জুন, ২০২৩

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বাধা। কাউকে অর্থ ধার দিলেও সেই অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পকেটমার বা অর্থ, চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিবন্দীদের সাহায্য করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ করা শ্রেয় নয় ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শিশুদের খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : আর্থিক আচার্যের দরুণ ঋণগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সংসারে আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুর থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন উপার্জন বৃদ্ধিতে বাধা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানকে দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের লাল কাপড় ও লাল চুড়ি দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাগোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গনেশ বা বিষ্ণু মন্দিরে ব্রোঞ্চের দীপ জ্বালান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, কেশর, হলুদ চন্দন, হলুদ শস্য সব দ্রব্য ব্যবহার করুন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চুরি, পকেটমারী প্রভৃতি অর্থহানির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হতে পারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিকার : নারীদের সম্মান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ হলেও অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শ্রমদানে সম্মান লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র ব্যক্তিদের হলুদ মিষ্টান্ন খেতে দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নামকরা কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পুরানো ও ছেঁড়া বইপত্র ফেলে দিন।

মকর রাশি : কোন সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে কর্মশালা সুযোগ মিলতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া বা দেহের নিম্নাঙ্গের পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাড়িতে কোনো আবর্জনা রাখবেন না।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে যে কোন কর্মে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন। স্বজনের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ পাওয়ার জন্য শেয়ার মার্কেট বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ২৮ বার ওঁম মন্ত্র রোজ পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। প্রিয়জনের থেকে কোনও দ্রব্যাদি বা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা উন্নতির সুযোগ মিলবে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জনিত রোগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ২৪৮

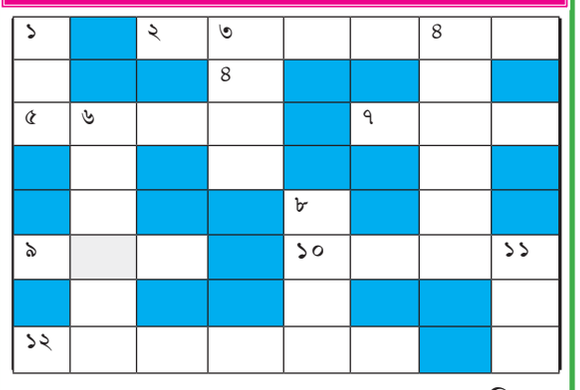

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। উপবেশন ৫। এক ধরনের মিষ্টি ৭। প্রস্ফটন ৯। বোজানো, পূরণ ১০। জজসাহেব ১২। মেঘের মতো চুল যে নারীর।

উপর–নীচ

১। ভগবতী, দুর্গা ৩। আরম্ভ ৪। অল্প জায়গায় ফলফুল ইত্যাদি ফলানো ৬। সিধা, সোজা ৮। বিরামহীন ১১। বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি।

সমাধান : ২৪৭

পাশাপাশি : ১। অনুগত ৪। সফররাজি ৫। রবিবার ৭। আত্মকথা ৯। লঙ্গরখানা ১০। শশধর।

উপর–নীচ : ১। অবিচার ২। তসবির ৩। পরামানিক ৬। বিল্বমঙ্গল ৭। আত্মনাশ ৮। থানাদার।

কাজের খবর

পাওয়ার গ্রিডে জুনিয়র অফিসার ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিউম্যান রিসোর্স বিভাগে ৪৮ জন ট্রেনি জুনিয়র অফিসার নেবে পাওয়ার গ্রিড। এটি কেন্দ্রের শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রথমে এক বছরের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CC/03/2023.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ বিবিএ বা বিবিএম বা বিবিএত বা সমতুল ডিগ্রি। উচ্চতর যোগ্যতা থাকলে আবেদন করবেন না।

ট্রেনিং হবে সুপারভাইজরে ট্রেনি পদে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ২৭,৫০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২৫,০০০–১,১৭,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক টেস্ট এবং কম্পিউটার স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.powergrid.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৩০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০০ অগ্নিবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাবিক পদে ১০০ জন 'অগ্নিবীর' নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ করা হবে ম্যাট্রিক রিক্রুটস ২/২০২৩ (নভেম্বর ২৩) ব্যাচে, চার বছরে জন্য। কোর্স শুরু হবে ২০২৩–এর নভেম্বরে। অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলারা আবেদন করতে পারবেন। শূন্যপদের বিন্যাস : পুরুষ ৮০টি, মহিলা ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। জন্মতারিখ : ১–১১–২০০২ থেকে ৩০–৪–২০০৬–এর মধ্যে হতে হবে। দৈহিক মাপকে : উচ্চতা ১৫৭ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি) বুকের ছাত অন্তত ৫ সেমি ফেলাতে পারা চাই। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া খালি চোখে ৬/৬ ও ৬/৯ এবং চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৬। বেতন : প্রথম বছরের প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ৩৩,০০০ টাকা, তৃতীয় বছরে প্রতি মাসে ৩৬,৫০০ টাকা এবং চতুর্থ বছরে প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।

চার বছরের মেয়াদ শেষে নৌবাহিনীতে শর্তানুসারে চাকরির সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাচের ২৫ শতাংশ অগ্নিবীর নৌবাহিনীতে স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পাবেন। বাকি ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীর অবসরের পর যাতে বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিতে পারেন সে জন্য আর্থিক অঙ্কে বিশেষ 'সেবা নিধি' প্যাকেজ দেওয়া হবে। তবে কোনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি বা প্রাক্তন সমরকর্মীর প্রাপ্য সুযোগসুবিধা তাঁরা পাবেন না।প্রার্থী বাছাই করা হবে দু পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে সর্বভারতীয় স্তরের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্ট। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিট) ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, পুরুষদের ক্ষেত্রে ২০টি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫টি) স্কোয়াট (ওঠবোস), পুরুষদের ক্ষেত্রে ১২টি পুশ–আপ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০টি সিট–আপ (হাঁটু ভাঁজ করে)। ট্রেনিং দেওয়া হবে আই এন এস চিলিকায়।অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://agniveernavy.cdac.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২৯ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ২০২৩–এর এপ্রিলের আগে তোলা ফটো চলবে না। যেদিন ফটো তোলা হবে সেই তারিখটি এবং প্রার্থীর নাম একটি প্লেটে লিখে সেটিকে সামনে ধরে ফটো তুলতে হবে।পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ৫৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ইউপিআই বা ভিসা বা মাস্টার বা রুপে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটিও : www.joindiannavy.gov.in

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো, অর্থের জন্য যেন কোনও ভাবেই যাতে তাঁদের পড়াশুনা বন্ধ না হয়, উচ্চশিক্ষায় পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেন বাধা না হয় সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বামী বিবেকানন্দের নামে স্কলারশিপ চালু করেছে। উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরের মানুষের পরিবারের হাতে প্রতিমাসে পড়াশুনার খরচ হিসাবে নির্দিষ্ট টাকা তুলে দেওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ যাত্রা শুরু করেছে। অর্থের অভাবে পড়াশুনা করা যাচ্ছে না, এটা হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, এই স্কলারশিপ রাজ্যের প্রতিটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীর বুকে ভরসা জোগাবে। আর তা–ই ২০১৬ থেকে নতুনভাবে এই স্কলারশিপের ব্যাপ্তি যেমন বিস্তৃত করা হয়েছে, তেমনই অর্থের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। একেবারেই একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান, বাণিজ্য বা কলা বিভাগ থেকে শুরু করে পলিটেকনিক ছুঁয়ে একদিকে সর্ববিষয়ের স্নাতকোত্তর কিংবা পিএইচডি অর্থাৎ গবেষণা অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি – যে শাখাতেই এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এখন পড়াশুনা করুক, নির্দিষ্ট নম্বর এবং পারিবারিক বাৎসরিক আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে অনায়াসেই এই স্কলারশিপের টাকা প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মিলবে।

রেগুলার কোর্সে যেসব ছাত্রছাত্রী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে এবং স্নাতকস্তরে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল কোর্সে পড়ছে এবং ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ণায়ক নম্বর পেয়েছে তারা প্রত্যেকে এই স্কলারশিপ পাবে। সেইসঙ্গে স্নাতকোত্তর স্তরে যারা বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, টেকনিক্যাল, ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশুনা করছে তারাও অন্যান্য নিয়ম মেনে থাকলে এই স্কলারশিপের অবশ্যই যোগ্য।

স্নাতকোত্তর স্তরের পর যেসব ছাত্রছাত্রী এম ফিল করছে কিংবা ডক্টরেট করছে(নেট লেকচারারশিপ এবং নন–নেট জুনিয়র রিসার্চ ফেলো) এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় যদি সরকারপোষিত হয়, তবে তারাও সমস্ত ধরনের মাপকাঠির আওতায় এই স্কলারশিপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আর ছাত্রীরা যদি স্নাতকোত্তর স্তরে এই রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করছে এবং যারা স্নাতক স্তরে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে, তারাও কন্যাশ্রী(কে–থ্রি) প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে সরাসরি এই স্কলারশিপের আওতায় আসতে পারবে।

পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকা সর্বাধিক হলে তবেই এই স্কলারশিপের আবেদন করা যাবে। যেহেতু এই টাকা সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয় সেজন্য আবেদনের সময় ব্যাঙ্কের যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্কের নাম, আইএফএস কোড জানানো বাধ্যতামূলক।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাইনোসাইটিস থেকে মুক্তি পেতে

ডা: মানস কুমার সিনহা

মাথা বা নাকের আশেপাশে ব্যাথা, নাক ভার হয়ে থাকা এইরকম উপসর্গে প্রায়ই ভুগছেন এরকম মানুষের সংখ্যা কম নয়। চলতি কথায় 'সাইনাসে' ভুগছি এরকম কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। এই সাইনাসে আক্রান্ত হওয়াকেই ডাক্তারি পরিভাষায় সাইনোসাইটিস বলা হয়ে থাকে। আসলে মানুষের খুলির মধ্যে নাকের আশেপাশে হাড় গুলির মধ্যে ফাঁপা অংশ বা গহ্বর থাকে। এই গহ্বর গুলিকে সাইনাস বলা হয়। শ্বাস নেওয়া বাতাসের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই সাইনাস গুলি। শব্দ এবং গলার স্বরও নিয়ন্ত্রণ করে এই সাইনাস। এছাড়াও মাথার হাড়কে হালকা রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে এই সাইনাস গুলি। সাইনাস থেকে নিঃসৃত তরল নাকের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেনকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। আমাদের নাকের দুপাশে এবং মাথার সামনের দিকে ম্যাক্সিলারি স্ফেনয়েড, এথময়েড এবং ফ্রন্টাল সাইনাস থাকে। এদের মধ্যে ম্যাক্সিলারি সাইনাস সবচেয়ে বড়।

সাইনাস গুলিতে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনোসাইটিস বলা হয়। মিউকাস মেমব্রেন ফুলে নাক ভারী হয় এবং নাক ব্লক হয়ে যায়। সাধারণত এলার্জিজনিত এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাসজনিত কারণে সাইনোসাইটিস হতে পারে। বিভিন্ন রিস্ক ফ্যাক্টরের কারণে সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে যেমন নাকের হাড় বাঁকা (ডেভিয়েটেড ন্যাসাল সেপটাম) ন্যাসাল পলিপ, টনসিলাইটিস দাঁতের ইনফেকশন ইত্যাদি। এছাড়াও ধুলোবালি, ধোঁয়া বিভিন্ন ঝাঁঝালো গন্ধ থেকেও এলার্জিজনিত কারণে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

সাধারণত যে কোন বয়সেই এই সমস্যা হতে পারে। উপসর্গ হিসেবে মাথার সামনে বা নাকের পাশে ব্যথা, নাক ভার হয়ে থাকা, নাক দিয়ে জল পড়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এছাড়াও সর্দি, জ্বর, ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়া, দাঁতের ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

সাধারণত এক্সরের (প্যারান্যাসাল সাইনাস) সাহায্যে রোগ নির্ণয় সম্ভব। মনে রাখা দরকার এই রোগের চিকিসার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই রোগের প্রতিরোধ করা। ধুলোবালি ধোঁয়া ইত্যাদি এড়িয়ে চলতে হবে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া যাতে বারবার ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘনঘন এয়ারকন্ডিশনড ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া বা ঢোকা বন্ধ করা দরকার। প্রয়োজন হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথার ওষুধ অথবা অ্যান্টিবায়োটিকও খেতে হতে পারে। এছাড়া ভেপার ইনহালেশন জমে থাকা সর্দিকে তরল করতে সাহায্য করে। অনেক সময় এনডোস্কোপিক সার্জারির সাহায্যে সাইনাস জনিত সমস্যার নিরাময় সম্ভব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

লোকালয়ে কুমির,আতঙ্কিত গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের নদীতেই তার চিরকাল বসবাস। আচমকা নদী সংলগ্ন গ্রামের পুকুরে একটি কুমির ঢুকে পড়লে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের মন্মথনগরে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে গ্রামবাসীদের অলক্ষ্যে একটি বিশাল আকৃতির কুমির গ্রামের লোকালয়ে সন্তোষ বর্মনের পুকুরে ঢুকে পড়ে।রাতের অন্ধকারে আচমকা পুকুর পাড়ে বিশাল আকৃতির কুমিরটি কে শুয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। রাতের অন্ধকারে এমন খবর দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।গ্রামবাসীদের তরফে খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে। বনদফতরের কর্মীরা রাতেই কুমিরটিকে উদ্ধার করেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন গ্রামবাসীরা।

বনদফতর সুত্রে খবর,প্রায় ১২ ফুট লম্বা একটি পুরুষ কুমির লোকালয় পুকুর থেকে রবিবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে।প্রথমে তাকে গোসাবা রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। কুমিরটি পুরোপুরি সুস্থ। কুমিরটির বয়স ৯ থেকে ১২ বছর।সোমবার দুপুরে সুন্দরবনের পীরখালি জঙ্গল সংলগ্ন নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।''

ক্যানিংয়ে মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মারামারির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার রাতে ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে। ঘটনায় জখম হয়েছেন আজিজুল তরফদার, তার স্ত্রী মঞ্জিলা ও ছেলে মুন্না তরফদার। ঘটনার বিষয়ে সোমবার দুপুরে ক্যানিং থানায় চার জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মঞ্জিলা তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর অঙ্গদবেড়িয়ে গ্রামে তরফদার বিল্ডার্স নামে একটি দোকান রয়েছে আজিজুলের। কিছুদিন আগে দোকানে বাকি দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আবুজাফর সরদারের সাথে বচসা হয়। বাকি শোধ করে দিয়ে আবুজাফর রবিবার রাতে বিল্ডার্সের মালপত্তর ফের বাকিতে নেওয়ার জন্য বিল্ডার্সে যায়। কিন্তু বাকি দিতে নারাজ হয়। শুরু হয় বচসা। অভিযোগ সেই সময় আবুজাফর, সাহাজউদ্দিন, সাকাত আলি, সুকুর আলি সরদার লাঠি, লোহার রড দিয়ে তরফদার পরিবারের তিনজনকে বেধড়ক মারধর করে। পাশাপাশি তাদের একটি খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনায় আজিজুল ও তার স্ত্রী, ছেলে গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পথ দুর্ঘটনা,জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার গভীর রাতে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের মিঠাখালি দাস পাড়া এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন কৃষ্ণ দাস, বাসন্তী অধিকারী ও বাইক চালক বাপি নস্কর।বাইক চালকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে রাতেই তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অপর দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি সংলগ্ন একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ দাস ও বাসন্তী অধিকারী। বিয়ে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত একটা নাগাদ হেঁটে মিঠাখালির বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় এক যুবক দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে ক্যানিং থেকে তালদির দিকে যাচ্ছিল। আচমকা দুজনকে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তে বাইক চালকও বাইক থেকে ঠিকরে রাস্তায় পড়ে যায়। গুরুতর জখম হয় তিনজন। রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে তারা। বিয়ে বাড়ির অন্যান্যরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তিনজনকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বাইক চালকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ঠিক কি কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনা, মৃত এক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার পথ দূর্ঘটনা জয়নগরে।ক্রমাগত পথ দূর্ঘটনা বেড়ে চলেছে জয়নগরে।জয়নগর গোচরনের কুলপি রোডে ইদানীং পথ দূর্ঘটনা বেড়ে চলেছে।এবার মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম অর্জুন মিস্ত্রি। আহত আরো দুজন দিব্যেন্দু মিস্ত্রি ও স্নেহাশীষ মিস্ত্রি। তিনজনেরই বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকার মিস্ত্রী পাড়া এলাকায়। বুধবার দুপুরে মগরাহাট থানা এলাকা থেকে সরবেড়িয়া ধামুয়া রোডের তসরালা সরবেড়িয়া এলাকায় একটি মোটর বাইকে করে তিন জন প্রচন্ড গতিতে আসছিল। সেই সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গাছে ধাক্কা মারে মোটর বাইকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে অর্জুন মিস্ত্রি নামে এক যুবকের। সাথে সাথে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তিনজনকে জয়নগর থানা এলাকার পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আর সেখানে চিকিৎসকেরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ও বাকি দুজনের চোট গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে আসেন জয়নগর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে মগরাহাটের বাহিরপুয়া থেকে ছুটে আসে তিন পরিবারের সদস্যরা। হঠাৎই বিকট শব্দ হয়। তারপর আমরা ছুটে এসে দেখি রাস্তার ধারেএকটি গাছে ধাক্কা মেরেছে। সাথে সাথে তিনজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পথ দুর্ঘটনা এত বেড়ে চলায় শংকিত স্থানীয় মানুষজন।

সোমবার সন্ধ্যায় পথ দূর্ঘটনা ঘটলো বহড়ুতে। এদিন সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে জয়নগরমুখী একটি মারুতি গাড়ি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে প্রথমে বহড়ু হাসিমপুর এলাকায় সাইকেল, মোটর সাইকেল সহ একাধিক গাড়িতে ধাক্কা মারে। অল্প বিস্তর আহত হন বেশ কয়েকজন। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে গাড়িটি বেপরোয়া ভাবে পালিয়ে যায় জয়নগরের দিকে। আর বহড়ু কাকাপাড়া মোড়ে হাসিমপুর থেকে আসা ও স্থানীয় মানুষ জন মারুতি গাড়িটিকে ধরে ফেলে। উত্তেজিত জনতা গাড়িটিকে আটকে বিক্ষোভ দেখায়। গাড়িটিতে চালক ও তাঁর পরিবার ছিল। গাড়িটিতে ওড়িশার নং প্লেট দেখতে পাওয়া গেল। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মণ্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী কাকাপাড়ার ঘটনাস্থলে এসে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে এবং মারুতি গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে কাকাপাড়ায় আসেন বহড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

আমতলা–বারুইপুর রোডের ওপরে মৌদিতে কেন্দ্রীয় সম্প্রচার মন্ত্রকের ক্যাম্পাসের ধারে এভাবেই ক্রমশ হেলে পড়ছে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার টাওয়ারটি। হাওয়ার দাপটে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা গ্রাস করছে স্থানীয় মানুষদের। বিদ্যুৎ দপ্তর নির্বিকার। ছবি : অরুণ লোধ

সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ মে দক্ষিণ শহরতলির বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করলেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের নানা পরিষেবা দেওয়া হয়। কাজের জায়গাটা সুন্দর না হলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। নতুন ভবনের রক্ষণাবেক্ষণও ঠিক ভাবে করতে হবে। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, প্রধান অনিমা জিনাত প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মলয় সাঁতরা।

সামালী মনসাতলায় যুবককে গুলি করে খুন, উদ্বিগ্ন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালী মনসাতলার মোল্লা পাড়ায় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ আইজুদ্দিন মোল্লাকে নৃশংসভাবে গুলি এবং কুপিয়ে খুন করে ৬–৭ জন দুষ্কৃতি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সূত্রের খবর পারিবারিক বিবাদের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে অন্য অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তারা পুলিশী হেফাজতে আছে। এলাকায় পুলিশ টহলদারী চলছে। এলাকাবাসীদের দাবি ধৃত দুষ্কৃতিদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

প্রসঙ্গত ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় পর পর খুন এবং শ্যুট আউটের ঘটনায় মানুষ বেশ চিন্তিত। এর আগে বজবজে প্রকাশ্য দিবালোকে শ্যুট আউটের ঘটনা ঘটেছে। মহেশতলার সরকার পুলে জোড়া খুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তারপর মনসাতলায় গুলি করে খুনের ঘটনা ঘটল। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে ঠিকই, তবে মানুষের দাবি এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা অভিযান বিজেপির

ফলতায় বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার ফলতা থানার মল্লিকপুর অঞ্চলের পদ্মপুর গ্রামের বিজেপি কর্মী রাজু মিস্ত্রিকে তৃণমূল পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। সূত্রের খবর ওই রাজু মিস্ত্রি সম্প্রতি বুড়ুলে একটি বিজেপির সভার ছবি তার ফেসবুকে আপলোড করেছিল। বুধবার বিকাল ৫টা নাগাদ ওই রাজুকে ফোন করে ফ্রিজ সারানের জন্য ডাকা হয় মল্লিকপুরে। তারপর তৃণমূলের তিনজন বুদ্ধ মণ্ডল, বিলাস হালদার এবং মল্লিকপুর অঞ্চলের উপপ্রধান আলতাব হোসেন মোল্লা সহ আরও ১১ জন রাজুকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে মারধর করে। তার মানিব্যাগ এবং মোবাইল কেড়ে

নেয়। রাজুকে বলা হয় থানায় গেলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। বিজেপির নেতৃত্ব খবর পেয়ে থানায় ফোন করলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে রাজুকে ভর্তি করা হয়, পরে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপির কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নি মিত্রা পল সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এসপি না থাকায় ফলতা থানার আইসি অভিজিৎ হাইতের কাছে যান বিজেপি নেতৃত্ব। ফলতা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন রাজু মিস্ত্রি। অগ্নিমিত্রা পল বলেন দীর্ঘদিন ধরে ফলতা এলাকায় তৃণমূলের যুব নেতা জাহাঙ্গীর খানের মদতে বিজেপি কর্মীদের অত্যাচার করা হচ্ছে। অবিলম্বে রাজু মিস্ত্রিকে যে ১৪ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা মারধর করেছে তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তা না হলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কেউ অবশ্য গ্রেপ্তার হননি।

ক্যানিং বাস টার্মিনাস পরিদর্শন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দুপুরে ক্যানিং মর্ডান বাস টার্মিনাস পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পরিবহন দফতরের মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।এদিন মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য সুন্দরবনের প্রাচীন শহর ক্যানিং। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। পাশাপাশি সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে পরিবহনও। প্রতিনিয়ত ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় নিত্যযাত্রীদের। নিষ্কৃতি দিতে রাজ্য পরিবহণ দফতর ২০১৭ সালে এই মর্ডান বাস টার্মিনাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৮ সালে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। পিডব্লুডি–র তত্ত্বাবধানে শুরু হয় কাজ। প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ কাজ হওয়ার পরে টাকার অভাবে থমকে যায়

বাস টার্মিনাস এর কাজ।

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই আচমকা গত ২০২১ এর ৮ ফেব্রুয়ারি এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ক্যানিংয়ের মর্ডান বাস টার্মিনাস এর সূচনা করেন।

অসমাপ্ত অবস্থায় সেই উদ্বোধন হলেও এই মর্ডান বাস টার্মিনাস কবে চালু হবে? প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেছিলেন, বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন হলেও এখনও প্রায় ২৫ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই বাস টার্মিনাস চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি এখান থেকে গদখালি, ধামাখালি, চুনাখালি, বাসন্তী, বারুইপুর, কলকাতা, দীঘা এমনকি রাজ্যের অন্যান্য জেলায় যাওয়ার জন্যও বাস চলাচল করবে।উপকৃত হবে লক্ষাধিক মানুষ।

দীর্ঘ দুবছর অতিক্রান্ত হলেও ক্যানিংয়ের মর্ডান বাস টার্মিনাস থেকে আজও বাস চলাচল শুরু হয়নি।পরবর্তী কালে ২৫ শতাংশ কাজের জন্য প্রায় চার কোটি টাকা প্রয়োজন হয়।বরাদ্দ না হওয়ায় থমকে থাকে কাজ।

তারপর বুধবার ক্যানিংয়ের মর্ডান বাস টার্মিনাস পরিদর্শন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।তিনি জানিয়েছেন,খুব শীঘ্রই ক্যানিংয়ের মর্ডান বাস টার্মিনাস চালু করা হবে।'

অন্যদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বর্তমান বিধায়ক পরেশরাম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। পরিবহণ মন্ত্রী ও পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ইতিমধ্যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আশা করি দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।''

যুব উৎসবে সাংসদ জগন্নাথ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হলো যুব উৎসব ২০২৩। বাসন্তী থানার অন্তর্গত জয় গোপালপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতনে সাড়ম্বরে পালিত হল এই যুব উৎসব ২০২৩। বিশেষত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ের উপরে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়। মূলত ডিক্লামেশন কনটেস্ট, কালচারাল গ্রুপ ইভেন্ট, ইউথ আর্টিস্ট পেইন্টিং ও ফটোগ্রাফি ও পোয়েম রাইটিং কম্পিটিশন। প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগীদের

মেমেন্টো সার্টিফিকেট এর সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। সমস্ত সফল প্রতিযোগীদেরকে জেলা থেকে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হবে। প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ছাত্র–ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি যুবক–যুবতীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হয়।উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, ডক্টর রজত শুভ্র নস্কর, প্রফেসর ডাক্তার প্রতীপ কুমার পাল, বিশ্বজিৎ মোখক, আশিস রায়, কামিনী গুছাইত, কপিল কুমার সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালার রাস্তা বিশ বাঁও জলে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি আলিপুর বার্তার 'অভিশপ্ত ডায়মন্ড হারবার রোড' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগ মোচনের জন্য না দপ্তর, না জনপ্রতিনিধি, কেউই তৎপর নয়। বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদে প্রকাশ গত ২রা মে পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন স্বয়ং এবং তাঁর পরিষদবর্গ এক জরুরী আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য ছাঁটাই পরিকল্পনাকে আবার জোড়া লাগাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হয়েছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিচারে ডায়মণ্ড হারবার রোড ১২০ ফুট চওড়া হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতএব কে বলে জনপ্রতিনিধি তৎপর নয়।

মন্ত্রী এবং তাঁর পারিষদবর্গের এই সিদ্ধান্তে সকলেই সাধুবাদ জানাবেন কিন্তু ভুক্তভোগী বেহালাবাসী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষ এই সিদ্ধান্তে মর্ম্মাহত। কারণ ৯০ ফুট চওড়া রাস্তার জন্য ল্যান্ড এ্যাকুইজশান দপ্তরের ক্ষতিপূরণের কাজ সমাধা করতে সময় লেগেছে ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সাল। আবার একশো কুড়ি ফুট করতে কত সময় লাগবে তা চিন্তা করলে হতাশ হওয়ারই কথা। মন্ত্রী মশাইয়ের সাধু প্রস্তাব কতদিনে ফলবতী হবে তারও কোন সঠিক নির্দেশ নাই। অর্থাৎ বেহালাবাসীর দুর্ভোগ যেমন চলছে তেমনই চলবে। আন্দোলনে ভিন্ন ফল পাওয়া যেতে পারে কারণ রাস্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ ঠিক আছে।

৭ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ২৬ মে, ১৯৭৩, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ শনিবার।

দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৈহাটি থেকেই চুঁচুড়া লঞ্চঘাট থেকে শুরু হলো নতুন ভেসেলের সাহায্যে যাত্রী পারাপার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হুগলী নদী গঙ্গাবক্ষে যাত্রী পারাপারে সুবিধার্থে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিলো ৩টি ভেসেলের। সেই মতো রাজ্য পরিবহন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে আপাতত ২টি নতুন ভেসেল প্রদান করা হয়। যার একটির সাহায্যে নৈহাটি লঞ্চঘাট থেকে শুরু হলো যাত্রী পারাপার। অন্য ভেসেলটি চলবে চুঁচুড়ার তামলিপাড়া ঘাট থেকে। অন্যদিকে শীঘ্রই জেটির কাজও শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

মজুত বোমায় বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মজুত রাখা শতাধিক বোমা বিস্ফোরনে সোমবার দুপুরে দুবরাজপুর ব্লকের পদুমা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়াপাড়া গ্রামে উড়ে গেলো তৃণমূল নেতা সফিক শেখের বাড়ীর কংক্রিটের সিঁড়িঘর। অন্যান্য ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটনার পরে সফিকের পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যায়। দুবরাজপুর থানার ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বোলপুরের সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে আসে। সফিকের ভাই ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। মঙ্গলবার ঘোড়াপাড়া গ্রামে পরিদর্শনে যান দুবরাজপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উত্তরীয় চন্দ্র। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, তৃনমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গ বোমা বারুদ শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। ঘোড়াতোড় গ্রামের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পুলিশ প্রশাসনের উচিত বোমা বারুদ উদ্ধার করা। এরপর বাজি উদ্ধারে সক্রিয় হয়ে উঠলো বীরভূম জেলা পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আঠারো মে পূর্ণগ্রাম থেকে একশোকেজি বারুদ ও বিপুল পরিমাণ বাজি উদ্ধার করে লাভপুর থানার পুলিশ। বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিখিল আগরওয়াল,লাভপুর থানার ওসি পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয় । চারজনকে আটক করেছে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া বাজি ফাঁকা মাঠে নিষ্ক্রিয় করা হয় ।

ভুল রক্ত, কাঠগড়ায় হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিন্ন রাজ্যের ভর্তি থাকা রোগীকে ভুল রক্ত দেওয়ার অভিযোগ উঠলো সিউড়ি সদর হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ১৯ মে জন্ডিস নিয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয় ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার বাঙ্কিঝোর গ্রামের ১৫ বছর বয়সী সোনালী মারান্ডী। সোনালীর 'ও পজিটিভ' রক্ত। কিন্তু তাকে ২১ মে 'এ পজিটিভ' রক্ত দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নার্সের বিরুদ্ধে। সোনালীর মামা জগন্নাথ টুডু বলেন, গতকাল ও পজিটিভ রক্ত দিয়েছিল কিন্তু আজ এ পজিটিভ রক্ত দিয়েছিল কুড়ি মিনিট চলায় রোগী থরথর করে কাঁপছিল। নার্সরা আসে নি। এখন রোগী ভালো আছে। সিউড়ি শহর আইএনটিইউসি সভাপতি রাজীব দাস বলেন, নিজেরা তদন্ত করে দেখলাম। হাসপাতাল সুপার, সহকারী সুপার কাউকেই পেলাম না। তদন্তের জন্য ডাক্তারবাবুদের বলা হয়েছে। বিধায়ককে জানানো হয়েছে।

ক্যান্সার অস্ত্রোপচারে দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রেস্ট ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার করে ক্যানসার চিকিৎসায় আশার আলো জাগিয়ে তুললো সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। হাসপাতাল চত্বরে ফল বিক্রি করেন বিশ্বজিৎ আচার্য্য। বিশ্বজিতের স্ত্রী ৫২ বছর বয়সী অন্নপূর্ণা আচার্য্যের বামদিকের স্তনে ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার হলো গত ১৩ মে চিকিৎসক অমিতপ্রকাশ সিং এবং অংশুমান মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। বিশ্বজিৎ বলেন, দুইমাস আগে ধরা পড়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু সাহায্য করে নি। মেয়ে পূজা মুখার্জী বলেন, ফুসকুড়ি হয়েছিল আস্তে আস্তে ফুলছিল। বায়েপ্সি করায় ধরা পড়ে ক্যানসার হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর মা এখন সুস্থ আছে। হাসপাতালের বাইরে পরীক্ষা ও ওষুধ মিলে ৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। গয়না বন্ধক রেখে খরচ করেছি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২৭ মে – ২ জুন, ২০২৩

আগে শৃঙ্খলা ফিরুক

বাংলার এক অশান্ত অধ্যায় চলছে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সর্বক্ষেত্রেই অশান্তির ছাপ স্পষ্ট। রাজনৈতিক আবহাওয়াতে এখন চলছে ভাঙা গড়ার খেলা। এমনটা বামফ্রন্টের রাজত্ব কালের শেষ দিকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। শাসক দলের অন্তর্দন্দ্ব সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার আর শাসক দলের একটা বিরাট অংশের দুষ্কৃতিদের রক্তচক্ষু খেটে খাওয়া বাংলার মেহনতি জনগণ আর তাদের সরকার বলে মনে করতে পারেনি। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা লোকসভায় সেই সময় শাসক দলের লাল বাইকের তাণ্ডব কিংবা হামলা, বুথ দখল মমতা ব্যানার্জীর তীব্র জন আন্দোলনের ধাক্কায় দিশাহারা হয়ে পড়ে। বুদ্ধবাবুকে রাইটার্স ছাড়তে হয়েছিল। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে আসা বামফ্রন্ট সেদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল।

পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে রাজ্যে পালা বদল ঘটে। মা মাটি মানুষের স্বপ্ন চোখে নিয়ে সেদিন জনস্রোতে ভেসে মমতা ব্যানার্জী শপথ গ্রহণ করতে যান। 'বদল চাই বদলা নয়' এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই বাম রাজত্বের অবসান ও মমতা যুগের সূচনা হয়েছিল। সেভাবে রক্তাক্ত হয়নি সেদিন পশ্চিমবঙ্গ।

এক দশকের মধ্যেই বাংলার মাটি অশান্ত হয়ে উঠল কেন তা আগামী দিনে সমাজতাত্ত্বিকরা বিশ্লেষণ করবেন কিন্তু বাংলার এই 'মৃত্যু উপত্যকা আমার রাজ্য নয়' এমন ভাবনা কিন্তু ভেসে বেড়াচ্ছে মানুষের মনের কোণায়। সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী কয়েকজন প্রকাশ্যেই শিক্ষা থেকে নানা স্তরের দুর্নীতি নিয়ে যে ভাবে সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলছেন তা থেকে শাসক দল একটু শিক্ষা গ্রহণ করতেই পারে। নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সামনেও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক আশঙ্কার মেঘ জমেছে। তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে 'দাদা দিদিরা' দিনের পর দিন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পথের ধারে বসে কাতর আবেদন নিবেদন করে চলেছে চাকরির জন্য। সামাজিক মাধ্যম ও টিভি চ্যানেলে নিয়মিত এই দৃশ্য বাংলার মানুষ দেখছেন রোজ। আইন শৃঙ্খলার সার্বিক অবনতি, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, খুন আরো নানা অপরাধ এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতের রশি কী ক্রমশ আলগা হয়ে পড়ছে। কিংবা তাঁর পরামর্শ দাতারা কী তাঁকে সঠিক পথ চেনাতে ব্যর্থ এই প্রশ্ন বর্তমান রাজনৈতিক মহলে প্রবল হয়ে উঠেছে। যতদিন যাচ্ছে স্বাস্থ্য, পুর, শিক্ষা, পুলিশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির নানা কেলেঙ্কারী প্রকট হচ্ছে। বাংলার পরিবর্তনের স্বপ্ন কী ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের চোখে। রাজনীতিকরা সঠিক ভাবে দল চালাতে গিয়ে দুর্নীতির জালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে এমন ভাবনাও ভাবাচ্ছে শাসক দলের অনেক সমর্থককেও। বিরোধীপক্ষও ঐক্যবদ্ধ নয় এমনটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত মানুষ নেবে কিন্তু সবার আগে যে কোন মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ফিরে আসুক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

যা পেয়ে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না, আর শোকগ্রস্ত হতে হয় না, সেই পম পদ, বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা লাভ করতে হয়। জগতে কৈবল্য ছাড়া আর অন্য কোন প্রকার নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছভাব নেই। মুক্তির প্রবৃত্তি অন্তরে জাগলে কৈবল্য লাভের বাধা থাকে না। সেই পরমপদই সর্বশ্রেষ্ঠ। মনকে জয় করতে পারলে আনন্দময় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। শমই হল মুক্তির দ্বারপাল। মনোজয় অর্থাৎ শমই শিব, শমের নাম পরমপদ, শমই ভ্রান্তিনাশক। যিনি শমগুণে বিভূষিত, তাঁর কোন শত্রু, বিপদ, ভয় তো থাকেই না বরং উত্তপ্ত মরুভূমির মত এই সংসারও তাঁর কাছে সুশীতল নন্দন কানন হয়ে যায়। শমশীল পুরুষ সমদর্শী হয়ে সরল-কুটিল, উত্তম-ইতর সকলের কাছেই মাতৃবৎ বিশ্বস্ত ও প্রিয় হয়ে থাকেন। নির্মল সেই পুরুষ উৎসবে, বিপদে এমনকি মৃত্যুকালেও বিচলিত হন না। শান্ত সেই পুরুষই প্রকৃত মহান, তুমিও মনোজয় করে শমশীল হয়ে পরমপদ লাভ করে।

শাস্ত্র সহায়ে নির্মল বুদ্ধি দ্বারা সর্বদা আত্মবচার কর্তব্য। বিচারের সাহায্যে শুদ্ধ ও গভীর বুদ্ধিলাভ করা যায়, তার ফলে পরমপদ সহজলভ্য হয়। উৎকট এই সংসার ব্যধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ হল বিচার। সাধু, সাধক, মুক্তিকামীর পথ হল বিচার। ধীমান ব্যক্তি বিচারের সাহায্যে জ্ঞান, তেজ, প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্মানুষ্ঠান এবং তার ফলপ্রাপ্তি লাভ করে থাকে। মনে যে মোহ-অজ্ঞান মানুষকে অশেষ দুঃখের বদ্ধ করে, বিচারের পথ ধরেই তার উচ্ছেদ সম্ভব হয়। সমস্ত মহাজনেরা বিচারগুণের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। অন্যপথে বিচারহীনতায় দুষ্কর্ম, দুর্ব্যবহার, দুঃখ, দৈন্য ইত্যাদি দুর্ভোগ হয়ে থাকে। বিচারহীনের কাছে এই জগৎ রমনীয় হলেও বিচারশীলের কাছে তা লোষ্ট্রখণ্ডের মত অখাদ্য। ভেদাতীত, অবাধ, অনন্ত স্বাধীনতা সবরূপ যে কৈবল্য, তা বিচার-কল্পতরু অমৃত-ফল। চাঁদ উঠলে যেমন সুশীতল সিদ্ধতা বিরাজ করে, তেমনই বিচারবলে মোক্ষের উদয় ঘটে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শুধু নেতা নয়, দুর্নীতির সিংহ ভাগ দায় আমলাতন্ত্রের

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে দেশের এবং রাজ্যের হাল হকিকৎ দেখে আম জনতার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে দেশটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছে আমাদের দেশের রাজনীতিকরা। যেভাবে রাজনীতির নামে ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার চলছে তাতে করে জনগণের ধারণায় যে ভিত্তিহীন– তাও নয়। তবে একটু গভীরে গেলে ক্রমশ ধারণাটা পাল্টে যাবে। আমরা সাধারণত যে কোন সমস্যার ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজি। তাই সমস্যার সমাধানের পথের দিশা যে পাওয়া যায় না তাই নয়, উপরন্তু সমস্যার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। এ যেন সাঁতার না জানা লোক অতল জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। বাঁচার জন্য ভেসে থাকার জন্য যত হাত-পা ছুঁড়ছে ততই জলের গভীর তলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দশাও তাই। মস্তকে সর্প দংশন হলে তাগা বাঁধার স্থান না পাওয়ার মতো। রাজনৈতিক দল আর নেতাদের গালি দিয়ে কর্তব্য কর্ম সেরে বসে থাকি আর ভাবি কখন তারা সমস্যার সমাধান করে দেবে। আমরা এটা ভাবি না যে যারা সমস্যার সৃষ্টি করে তারাই আবার তার সমাধান করবে এটা ভাবা কতটা বোকামি। তবুও ভাবি কারণ এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত আমরা। আমরা কোন দিন ভাবি না যে দেশটার যত দুর্নীতি তার শিকড় যেমন রাজনীতিতে আছে তেমনি আমলাতন্ত্রের মধ্যেও আছে। দুর্নীতির শাখাকূল হল রাজনীতি আর আমলাতন্ত্র হল তার মূল শিকড়।

অতি সম্প্রতি এগরায় বিস্ফোরণে যেভাবে ন জন মানুষের মৃত্যু হল, যেভাবে দলা পাকানো ছিন্ন ভিন্ন দেহাংশ এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল তার বর্ণনা শুনে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শিউরে উঠেছেন। এই নটি অকাল মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? এই প্রশ্নে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য-রাজনীতি। অবশ্যই যে বাজির কারবার চালাচ্ছিল সে দায়ী। আবার স্থানীয় স্বজনহারা মানুষরা বলছে যে বাজির নামে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। শাসক দলের ছত্রছায়ায় একই কাজ হচ্ছিল তাই শাসকদলই দায়ী। আবার কলকাতার এক রঙিন নেতা বললেন যে মাঝে মাঝে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ৫০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিত ওই বাজি কারখানা থেকে। ফলে শুভেন্দু সহ বিজেপিই দায়ী। আবার বিরোধীরা বলছে পুলিশের প্রশ্রয় ছাড়া অবৈধ বাজী কারখানা চলতে পারে না। ফলে এর দায় পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর। এ যেন অন্ধের হাতি দর্শনের মতো। প্রত্যেকেই হাতির শরীরের একটা অংশকে ছুঁয়ে সমগ্র হাতির ধারণা করে। এই অপরাধের মূলে পৌঁছাতে চাইছে না কেউ। এরা কেউ অন্ধ নয়। সকলেই চক্ষুষ্মান মানুষ। কিন্তু অন্ধের ভান করে থাকে। আসল অপরাধীকে আড়াল করতে চায়। না হলে এই রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটা মানুষ জেনে যাবে।

রাজনীতিকে যদি এই ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে একটাই সহজ সত্যে আমরা পৌঁছাতে পারি। তাহলে মূল দায়ী লোকাল থানার ওসি। যে বেআইনি বাজির কারবার করছে তার থেকে বেশি দায়ী হল ওসি। কারণ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার। তার থানা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি বাজির বা বোমার কারখানা চলছে তা তিনি জানেন না। একথায় ঘোড়াও হাসবে। কঠিন সত্য হল তিনি জানতেন এবং টাকার বিনিময়ে না দেখার ভান করে ছিলেন।

প্রত্যেক থানায় যে ডাক প্রথা চালু আছে একথা প্রশাসনের কে না জানে? সকলেই জানে এবং উচ্চস্তরের কোন পুলিশ প্রশাসন বা নেতামন্ত্রীরা এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করে নি কোনও দিন। ডাক মাস্টার ডাকে টাকা তোলে এলাকার অবৈধ কারবারীদের কাছ থেকে। এলাকায় অবৈধ কারবার যদি না চলে তবে ডাকের লক্ষলক্ষ টাকা দেবে কারা? ফলে অন্যান্য অবৈধ কারবারের মতো বাজি তৈরির কারবারীরাও মোটা টাকা দিত ডাক মাস্টারকে। ফলে ভানুবাবুকে ধরবে কে? কে তার অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করবে? তাই দায়টা বর্তায় স্থানীয় ওসির উপর।

খবরে প্রকাশ যে ইতিপূর্বে দু দুবার ভানুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল বাম আমলে। একবার তার নিজের ভাই মারা গিয়েছে। তবুও প্রশাসনের হেলদোল নেই। লঘু ধারার ফলে সে জামিনে ছাড়া পেয়ে আবার ব্যবসা শুরু করেছে। প্রথমবার বিস্ফোরণের পর যদি লোকাল থানার ওসি দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি পেত তাহলে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয় বার আর বেআইনি বাজি কারখানা চালাতে দিতে পারত না পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু তা হয়নি। ও.সির গাফিলতি থাকলে বড়জোর ট্রান্সফার হয়। এর বেশি কিছু নয়। দরিদ্র মানুষের কর্মক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র দায় মনে করে না। যদি মনে করত তাহলে সামান্য টাকার বিনিময়ে এতোগুলো প্রাণকে বাজী রাখতে তাদের হৃদয় কাঁপত।

খাতায় কলমে দেশ চালায় কিন্তু আমলারা। আইএএস, আইপিএসরা। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা শেষে যে সংশাপত্র দেওয়া হয় তাতে সই থাকে পর্ষদ সচিবের। এই যেমন সুবীরেশবাবু জেল খাটছে। তার সই আছে। শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর সই নেই। সরকারী চাকরির নিয়োগ পত্রেও তাই। মন্ত্রীর সই থাকে না। থাকে বড় বড় পদাধিকারী আমলাদের।

তাই এক্ষেত্রে রাজনীতিকরা টাকা নিল কি নিল না তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পার্টির লোক টাকা নিয়ে বেআইনি কারবার চালাবার ছাড়পত্র দিতে পারে না। বাম এবং তৃণমূলে জামানা বদলাচ্ছে কিন্তু আমলাতন্ত্রের বদল হয়নি। এরা রাষ্ট্রের স্থায়ী অঙ্গ। আই এ এস, আই পি এস যাদের মাধ্যমে সরকার চলে তারা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেয় তাহলে কোনো সরকারের পক্ষেই দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। এরা দুর্নীতিগ্রস্ত বলেই রাজনীতির লোকেরা এদের নিয়ে বেআইনি কাজ করিয়ে নেই। এই এগরার ওসি যদি মনে করত যে তার এলাকায় জীবন বাজী রেখে বাজি কারখানা চালাতে দেবে না। তাহলে রাজনীতির নেতারা কোটি টাকার বিনিময়েও কারখানা চালাতে পারত না।

নেতা আর প্রশাসনের গাঁটছড়ায় সমস্ত রকম দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কিন্তু দায়বদ্ধ থাকে প্রশাসন, নেতারা নয়। পার্থবাবু যেমন বলছে আমি কি নিয়োগ কর্তা? নেতাদের ভূমিকাটা হল ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কিন্তু জলে নামতে হয়, ভিজতে হয় প্রশাসনকে। তাই মূল দায়ী তারাই। তারা যদি মনে করে এক মাসের মধ্যে দেশ থেকে দুর্নীতির ভূত তাড়াতে পারে। আবার এই আমলারা আসে আপনার আমার ঘর থেকে। টাটা-বিড়লা বা আদানীর ছেলেরা এসপি বা ডিএম হয় না। তাহলে দোষ কিন্তু আমাদের উপরেও বর্তায়। সব দোষ নেতার-এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে বের হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ যে দিন গর্জে উঠবে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

দেশ দেশান্তরে

বহুরূপী

প্রণব গুহ

মুখোশ খুলে গিয়েছে প্রতিবেশীদের। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সারা বিশ্বের কাছে তা অজানা নয়। কিন্তু মুখে শান্তির বাণী আওড়ানো মুখোশ পরা কোন বহুরূপীদের কাছে কাশ্মীর অস্বস্তির তা বোঝা গেল জি ২০ বৈঠকের সৌজন্যে। কাশ্মীরে জি ২০ সম্মেলনের বিরোধিতা করল চিন। শুধু তাই নয় কাশ্মীরে আয়োজিত সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে জানাল তারা। এদিকে তুরস্ক এবং সৌদি আরব সম্মেলনে নাম নথিভুক্তই করালো না। পাকিস্তান তো আগেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এদের দাবী কাশ্মীর বিতর্কিত এলাকা।

জে এলাকার মানুষ ভারতের উন্নয়নের সঙ্গী, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার ফল ভোগ করে তাকে বিতর্কিত বলার মত হাস্যকর দাবী নিয়ে অবশ্য মোটেই বিস্মিত হচ্ছেন না কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান ও চিন দুজনেই ভারতের তৎকালীন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ ভাবে কাশ্মীরের কিছুটা করে অংশ দখল করে রেখেছে। এরা যে কাশ্মীরে ভারতীয় কার্য্যকলাপের বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আবার কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতা করেছিল তুরস্ক ও সৌদি আরব। এটা ছিল মূলত ইসলামী সমর্থন। এর বাইরেও বিরোধিতার কেন্দ্রে আছে তেল বেচাকেনার গল্প। ভারত পেট্রোলিয়াম জ্বালানির বিকল্প খুঁজে বার করায় এবং রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কেনায়

ধাক্কা খেয়েছে সৌদির মুনাফা। এসব জ্বালা আর মুখোশের আড়ালে ঢাকতে পারলো না ভারতের এই চার প্রতিবেশী।

কয়েক মাস আগে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপন্ন তুরস্কবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে জঙ্গিপনা চালিয়ে গেলেও ভারত তার ঐতিহ্য মেনে বিরত থেকেছে আক্রমণ থেকে। চিন ও সৌদি আরবের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু মানবতা নয়, ধর্মান্ধতা আর আগ্রাসনই মুখোশ ছিঁড়ে চিনিয়ে দেয় ছদ্মবন্ধুর চেহারা। এর আগে অরুণাচলের বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল চিন। চেহারাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি কাশ্মীর সম্মেলন বয়কট করার জন্য চিন, সৌদি আরব ও তুরস্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। শুধু তাই নয় ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে আজাদ কাশ্মীরের বাগে এক জনসমাবেশের আয়োজন করেন। অবশ্য এসব আগ্রাসীদের হাড়ে হাড়ে চেনে অন্যান্য দেশ। ফলে আরও প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। উপভোগ করেন কাশ্মীরের সৌন্দর্য। প্রতিনিধিরা ট্যুরিজম ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিংয়ে যোগ দেন। কাশ্মীরিদের সঙ্গে কথা বলেন, কেনাকাটা করেন। বিশ্বের পর্যটকদের কাশ্মীর দেখার আহ্বান জানান। এবার জি ২০ সম্মেলনের সভাপতি দেশ ভারত। কোথায় কবে সম্মেলনের বৈঠক হবে তা ঠিক করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের। তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। আসলে চিন, পাকিস্তান ও তার বন্ধুরা মুখ লুকোচ্ছে কাশ্মীর থেকে। আসলেই ধরা পড়ে যাবে তাদের আগ্রাসনের কাহিনী। বহুরূপীরা এরকমই হয়।

এবার এদের স্পষ্ট ভাবে চেনা গেল। মজার কথা এটাই যে ভারতের যারা রাজনীতিক যারা প্রায়শই চিন, পাকিস্তানের কথা বলেন তারা এখন নির্বিকার। কাশ্মীর নিয়ে সরকারের সঙ্গে গলা মেলাতে তাদের অনীহা। সকলেই ব্যস্ত ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি নিয়ে। মনে রাখতে হবে ভারতের মানুষের মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখছে বহুরূপীরা। তাই কাশ্মীর নিয়ে যে কোনো শিথিলতার চরম মাশুল গুনতে হতে পারে ভারতবাসীকে। দেশের মানুষের একযোগে আওয়াজ তোলা একান্ত জরুরি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনা

নির্মল বিশ্বাস

এডওয়ার্ড টমাস এক সময় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, কবির বিভিন্ন গল্প, নাটক, কবিতা নিয়ে ফিল্ম তৈরি করা যেতে পারে এবং সেজন্য কোর্ডার-এর মতো প্রযোজক এবং ফ্ল্যাহার্টির মতো বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে তিনি ইচ্ছুক। আশ্চর্যজনকভাবে কবি সেদিন তাঁর সেই চিঠির উত্তর দিলেন না। এরপর টমাস অমিয় চক্রবর্তীকে আরও একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে অন্যান্য প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে কিন্তু তিনি ফিল্ম প্রসঙ্গটির ব্যাপারে কোনও কিছুই উল্লেখ করেননি। এরপর অবশ্য রবীন্দ্রনাথ টমাসকে তাঁর ফিল্ম প্রসঙ্গে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, হলিউডে তাঁর ভরসা মোটেই নেই। তবে টনসন আগ্রহী হলে সেটা ভাবা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমাদের নানা প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। সে সময় রবীন্দ্রনাথের সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহ কেমন ছিল? সিনেমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার ধরনই বা কেমন ছিল ? তার বিশেষ কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবুও সিনেমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে আজ পর্যন্ত অজস্র লেখালেখি হয়েছে এবং আজও অনেকে লিখছেন।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক আলোচনায় মুরারি ভাদুড়িকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র যে সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলতে পারেবে না, একথা লিখেছিলেন। সাহিত্যের চাটুবৃত্তি বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন ? তবে সাহিত্য-নির্ভর চলচ্চিত্র করা চলবে না। আর সেটা বোঝাতে গেলে নিশ্চয়ই তিনি রাজর্ষি আর গল্পগুচ্ছ -এর দালিয়া-র চিত্রনাট্য তৈরি করতে যেতেন না। তবে, ১৯৩৬ সালে মধু বসু দালিয়া গল্পটির সবাক চলচ্চিত্র করতে চাইলে খোদ রবীন্দ্রনাথই তার চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছিলেন। এ ঘটনার আরও আগে ১৯৩০ সালে ম্যাডান কোম্পানি এই দালিয়া গল্পটি নিয়ে একটি নির্বাক চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা চিঠিতে পরিস্কার বলাই আছে— চলমান রূপ এমনভাবে ফোটানো উচিত, যা কোনও বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৯২৯ সালে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল ভারতবর্ষের নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে বসে।

সে সময় চলচ্চিত্রে গল্প বা কাহিনি বোঝানোর জন্য সাব-টাইটেলের আধিক্য দর্শকের চক্ষুপীড়ার কারণ হতো। অক্ষম পরিচালকরা ছবিকে দিয়ে কথা বলাতে না পেরে ঘনঘন সংলাপ মুদ্রিত করতেন ছবির মাথায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, তার নিজের ভাষায় মাথার ওপরে আর একটি ভাষা কেবলি চোখে আঙুল দিয়ে মানে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। তবে সেটাতেই তার পঙ্গুতা প্রকাশ পায়।

ইতিহাসের পাতা থেকে

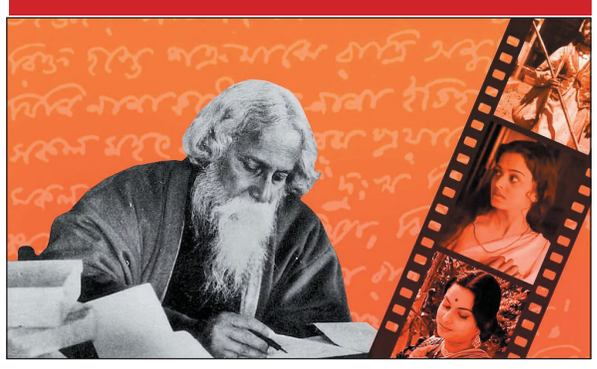

তবে একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যা বলতেন, নিজে সেটা করতেন কিনা, সন্দেহ জাগে । ১৯২৯ সালে মুরারি ভাদুড়িকে লেখা চিঠিতে ওই সাহিত্যের চাটুবৃত্তি-র প্রসঙ্গটি আসার পর, মধু বসু যখন গিরিবালা ছবিটি করার সময় রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চাইলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সেই ছবির চিত্রনাট্য সংশোধন করে নতুন সংলাপও লিখে দিয়েছিলেন। গিরিবালা ছিল নির্বাক ছবি, তাতে যখন রবীন্দ্রনাথ সংলাপ লিখে দিলেন, তখন সেটা নিশ্চয়ই মাথার ওপরে আর একটি ভাষাই হবে।

ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে উঠছে না— সৃষ্টিকর্তার দুর্বলতার কারণে। আমাদের প্রশ্ন জাগছে, রবীন্দ্রনাথ কি চলচ্চিত্র জগতের কোথায় কী হচ্ছে তার খবর রাখতেন? ১৯২৯ সালে নির্বাক চলচ্চিত্র যুগ তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সেই সময় অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন গ্রিফিথ, ভাইন, ফ্ল্যাহার্টি, ফোর্ড, মুরনাউ, বুনুয়েন, চ্যাপলিনরা।

বিশ্ব পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ যদি সত্য সত্যই ফিল্ম-বাফ হতেন, তা হলে তাঁর পক্ষে শিল্পসমৃদ্ধ ফিল্ম দেখা অসম্ভব কিছু ছিল না। এমনটা হতে পারে যে, কলকাতায় হয়তো তাঁদের তৈরি সে সব ছবি আসেনি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ইচ্ছে করলেই এই ছবিগুলি দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে হয়তো তিনি দেখেছিলেনও।

দক্ষিণ আমেরিকার আসা-যাওয়ার পথে জাহাজে মনোরঞ্জনের জন্য তিনি হয়তো ফিল্ম দেখেই মন্তব্য করেছিলেন, কলার চেয়ে কারদানি বড়। সুতরাং জীবনের বিভিন্ন সময় ফিল্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যত অনুকূল বা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি নিয়ে তেমন উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সেগুলিকে ধরে নেওয়া উচিত।

১৯২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা জানিয়েছে, ব্রিটিশদের আনুকূল্যে তপতী নাটকটি ফিল্মে রূপান্তরিত হবে। আর তাতে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করবেন। শান্তিনিকেতনে স্টেজও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দু' সপ্তাহের মধ্যে শ্যুটিংও শুরু হবে। আর তার চিত্রনাট্যও রবীন্দ্রনাথ লিখে রেখেছেন। মাত্র আট রিলের ছবি সম্ভবত নববর্ষের আগেই শেষ হয়ে যাবে। লন্ডনের টাইমস পত্রিকাও ১৯২৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর এ সংবাদটি প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তপতী-র চলচ্চিত্রায়ন ঘটেনি। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের জানার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ আদৌ তপতী-র চিত্রনাট্য লিখেছিলেন কিনা। আর যদি তা লিখে থাকেন সেটি বা গেলো কোথায়? আবার এও শোনা যায়, বিসর্জন ফিল্মের অভাবনীয় সাফল্য নাকি রবীন্দ্রনাথকে তপতী-র চিত্ররূপ দিতে উৎসাহিত করেছিল। ১৯২৮ সালে নির্বাক যুগে বিসর্জন ছবিটির প্রযোজনা করে ছিলেন ওরিয়েন্ট পিকচার্স লিমিটেড।

১৯২৯ সালের ৭ ডিসেম্বর ওয়েলফেয়ার পত্রিকায় এ এম গ্রিনের একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। সেটি ভারতের ট্রেড কমিশনার গ্রিন লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর সভায় পাঠ করেছিলেন। সমসাময়িক ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তার ভবিষ্যৎ ছিল সেই রিপোর্টের উপজীব্য। তাতে গ্রিন বলেছিলেন, বিসজন ছিল শতকরা একশ ভাগ ভারতীয় ছবি। এই ছবিটি যদি বোম্বাইতে প্রথম দেখানো হয় তা হলে ভালোই হয়। এমনই কপাল, তখন সেই ছবিটি কলকাতাতেও দেখানো সম্ভব হয়নি। তারপর এই ফিল্মটি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু সেই রিপোর্ট লেখার সময় কোথাও কোনও প্রদর্শনের খবর ছিল না। এটাকে কি অভাবনীয় সাফল্য বলা যায় ? অতএব, রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে তপতী-র চিত্রনাট্য লিখেছেন। অভিনয় করবেন বলেও জানিয়ে ছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীর অর্থাভাবের সমস্যা মেটানোর জন্যও এই ছবিটি তৈরিতে হাত দিতে পারতেন। কিন্তু যোগ্য পরিচালক না পেয়ে চলচ্চিত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তবে এসব বিশ্লেষণের আগে আমাদের তপতী-র সেই চিত্রনাট্যটি খুঁজে পাওয়া দরকার। তারও আগে কবিগুরুর লেখা দি চাইল্ড-এর দ্বিতীয় চিত্রনাট্যটিও আমাদের হাতে এখনও আসেনি।

দালিয়া চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। দালিয়া চলচ্চিত্র নিয়ে অবশ্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একদা এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন না দালিয়া নাটক না চলচ্চিত্র তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিভ্রান্তি। তবে দালিয়া ছবিটি মধু বসু পরিচালনা করেননি। যদিও ওই ছবিটি একসময় তাঁর পরিচালনার কথা ছিল। ম্যাডানের প্রযোজনায় ১৯৩০ সালের ২৬ জুলাই দালিয়া ছবিটির মুক্তিলাভ ঘটে কলকাতার ক্রাউন সিনেমায়। সে সময় চিত্রলেখা পত্রিকায় দালিয়া ছবিটির বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিট চাষে রয়েছে আয়ের নতুন দিশা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিট একটি ঔষধি ফসল। এর রয়েছে নানা উপকারিতা। শীতের সময় এই সবজি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও গরমে এই সবজির দর্শন পাওয়া যায় খুব কম। এই সবজির মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং প্রচুর ভিটামিন। বাজারে রয়েছে এর প্রচুর চাহিদা। তাই লাভের মুখ দেখতে অনায়াসে করতে পারেন এর চাষ। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস হল এই সবজি চাষের উত্তম সময়। তবে মৃদু গরম আবহাওয়ায়ও চাষ করা যায়। ১৮ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এর চাষের জন্য উপযুক্ত। বেলে দোআঁশ মাটি সুগার বিটের জন্য উপযোগী। এর ভাল ফলনের জন্য, মাটির pH মান ৬ থেকে ৭ এর মধ্যে হওয়া উচিত। বেলে-দোআঁশ মাটিতে বীট বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। বিট চাষের ক্ষেত্রে গভীর লাঙ্গল এবং সঠিক সারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতি একর জমিতে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ টন গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। এবার খুব ভালো করে বীজ বপনের জন্য বেড তৈরি করুন। ফসলে রোগ দেখা দিলে বাজার থেকে রাসায়নিক কিনে স্প্রে করতে হবে। বিটরুট সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লাগে। এক একর জমিতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ কুইন্টাল সুগার বিট উৎপাদন করতে পারেন। বাজারে এর দাম প্রতি কেজি ৪০ টাকা থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত।

হারিয়েছেন চাকরি! ডুমুর চাষ করে ১০লক্ষ আয় করলেন এই কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরে কৃষি এখন অন্য পর্যায়ে। যুবক সম্প্রদায় এখন কৃষির দিকে ঝুঁকছে বেশি। করোনার সময় অনেকেই হারিয়েছেন তাদের চাকরি। আর সেই সময়েই অনেকেই ঝুঁকেছেন কৃষিকাজে। আর তৈরি করেছেন নতুন মাইল ফলক। এমনই একজন চাষি ৩০ একর জমিতে ডুমুর চাষ করে ১০ টন রেকর্ড উৎপাদন করে ১০ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। করোনা মহামারীতে চাকরি হারান অভিজিৎ। এরপর তিনি পুরোপুরি কৃষিতে মনোযোগ দেন। তার পৈতৃক খামারের পরিমাণ ৯ একর। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি বহুবর্ষজীবী উদ্যান চাষ করেছেন। এ জন্য খামারের জন্য কৃষি বিভাগ থেকে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ভর্তুকি পেয়েছিলেন তিনি। অভিজিৎ ৪ একর জমিতে পুনা পুরন্দর জাতের ৬০০টি ডুমুর গাছ লাগিয়েছেন। পণ্যটি উভয় ঋতুতে জন্মায়। জুন মাসে ছাঁটাইয়ের পর প্রায় সাড়ে চার মাস পর ফল তোলা শুরু হয়। প্রতি গাছে ১০০ থেকে ১২০ কেজি এবং প্রতি একর ফলন হয় ১৩ থেকে ১৪ টন। এ মৌসুমে প্রতি কেজির দাম ৮০ থেকে ১০০ টাকা। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ছাঁটাই শুরু হয় এবং সাড়ে চার মাস পর ফল তোলা শুরু হয়। এই ফলের দাম প্রতি কেজি ৮৫ টাকা পর্যন্ত। অভিজিৎ লওয়াণ্ডে জৈব চাষের ওপর জোর দিয়েছেন। তাই ফলের গুণাগুণ বেড়েছে। এছাড়াও তিনি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে বহু সহায়তা পেয়েছিলেন। ভর্তুকিও পান এই চাষের জন্য। এছাড়াও ভার্মিকম্পোস্ট, গোবর, কম্পোস্ট এবং সবুজ সার ব্যবহার করেন তিনি।

ভারত, আমেরিকা ও আফ্রিকা সহ অনেক দেশে ডুমুরের চাষ হয়। এই ফলটি সতেজ এবং শুকনো উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, পাকা ডুমুর মোরব্বা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শীতকালীন এবং শুষ্ক জলবায়ুতে ডুমুর চাষ হয়ে থাকে। ভারতে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তর প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে এর চাষ হয়।

ডুমুর বিভিন্ন ধরণের আছে। ভারতে, প্রধান জাতগুলি নিম্নরূপ are যেমন ইন্ডিয়ান রোক, এলিফ্যান্ট ইয়ার, কৃষ্ণা, ওয়েপিং ফিগ, হোয়াইট ফিগ। অন্যান্য দেশের জাতের মধ্যে ব্রাউন টার্কি, ব্রান্সউইক এবং ওসবার্ন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ধানের জাত ২০২৩ : বপন করুন এই ধান!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধান এমন একটি ফসল যার চাহিদা রয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। ভারতীয়দের খাদ্য তালিকায় অন্যতম পছন্দের খাবার হল ভাত। কিছু রাজ্য বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত রাজ্যতেই ভাতের প্রচলন রয়েছে। এখন গোটা দেশ জুড়ে ধান লাগানোর মরশুম। আসুন জেনে নিই বিশেষ কিছু ধানের জাত নিয়ে।

দন্তেশ্বরী জাতের ধান

সময়কাল– ৯০–৯৫

হেক্টর প্রতি ফলন – ৪০–৫০৪

বৈশিষ্ট্য – ছোট উদ্ভিদ, মাঝারি শস্য

উপযুক্ত এলাকা, অসেচবিহীন এলাকায় চাষ ছাড়া সমতল ও হালকা ঢালের ক্ষেতের জন্য এবং চাষবিহীন সমতল খুব হালকা জমি, ছোট খাটো ক্ষেত, কম বৃষ্টিপাতের এলাকা এবং বিলম্বিত বপন।

মাঝারি পরিপক্ক জাতের ধান

পুসা সুগন্ধ ৩– লম্বা, পাতলা ও সুগন্ধি দানা বিশিষ্ট এই ধানের জাতটি ১২০–১২৫ দিনের মধ্যে পাকার পর তৈরি হয়। এটি প্রতি হেক্টরে ৪০–৪৫ কুইন্টাল ফলন দেয়।

পুসা সুগন্ধা ৪– ২০০২ সালে উদ্ভাবিত, এই ধানের জাতটি প্রস্তুত হতে ১২০–১২৫ দিন সময় নেয়।

পুসা সুগন্ধা ৪

একই সময়ে, এটি হেক্টর প্রতি ৪০–৪৫ কুইন্টাল ফলন দেয়। এর দানা লম্বা, পাতলা এবং সুগন্ধযুক্ত।

এমটিইউ ১০১০ – এই ধান জাতের গাছপালা ছোট এবং এর দানা পাতলা। এটি ১১০–১১৫ দিনের মধ্যে তৈরি হয় এবং প্রতি হেক্টরে ৫০–৫৫ কুইন্টাল ফলন দেয়।

আই আর ৬৪ – ছোট গাছের এই জাতের ধান প্রতি হেক্টরে ৫০–৫৫ কুইন্টাল ফলন দেয়। এর সাথে, এই জাতটি ১২৫–১৩০ দিনের মধ্যে পাকার পরে প্রস্তুত হয়।

ডব্লুজিএল ৩২১০০ – এই ধানের জাতটি ২০০৭ সালে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর ফসল ১২৫ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে তৈরি হয়। এটি প্রতি হেক্টরে ৫৫ থেকে ৬০ কুইন্টাল ফলন দেয়। এর দানা ছোট ও পাতলা।

মহিলা মৎস্যজীবীদের পাশে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ মে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলীতে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী মহিলাদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ও সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সুন্দরবন মহিলা মৎস্যজীবি সম্মেলন। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাজার হাজার মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত হন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান দপ্তরের সচিব ও কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মহা নির্দেশক ডক্টর হিমাংশু পাঠক। সম্মেলন উদ্বোধন করে ডক্টর পাঠক বলেন পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকা হল সুন্দরবন। ধান চাষের পাশাপাশি এই এলাকার বড় অংশের বাসিন্দা মাছ চাষ করেন। কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যতম ইনস্টিটিউ কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে বিগত কয়েক বছর ধরে এই এলাকার মাছ চাষীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে আসছে। এবারই সর্বপ্রথম মহিলা মৎস্যজীবীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলী মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে ও কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির সহায়তায় পিছিয়ে পড়া তফসিল জাতি, উপজাতি মহিলাদের পুকুরে মাছ চাষ ও রঙিন মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যান্য ইনস্টিটিউট ও সংস্থা সুন্দরবনের হত–দরিদ্র কৃষকদের পাশে আগামী দিনে সহায়তা দেবে। তিনি কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার উদ্যোগকে ভূয়োসি প্রশংসা করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা বলেন দেশের স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান সচিবের উপস্থিতিতে এ ধরনের উদ্যোগ সুন্দরবনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম। আমি বিশ্বাস করি পরিবারের মহিলারা যদি মাছ চাষ এগিয়ে আসেন তাহলে আগামী দিনে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা নতুন দিশা দেখাতে পারবেন। এই দিন সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে ডক্টর হিমাংশু পাঠকের হাতে সুন্দরবন বাসীদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত সুন্দরবন কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের আবেদনপত্র তুলে দেন লোকমান মোল্লা। কেন্দ্রীয় অন্তস্তলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাস স্বাগত ভাষণে বলেন সুন্দরবনের সব কৃষকদের কাছে চাষের জমি নাই এ কথা ঠিক কিন্তু একথা সত্য বড় অংশের বাসিন্দাদের কাছে ছোট ছোট পুকুর আছে। পুকুরে উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করলে প্রত্যেকটা পরিবার বছরের ৪০–৫০ হাজার টাকা আয় করতে পারবে। আমাদের সংস্থা গত বছর এক হাজার পরিবারকে মাছ, মাছের খাদ্য ও চুন দিয়ে সাহায্য করেছে। ৫০০ মহিলা মৎস্যজীবীকে ৮ কিলো মাছ, তিন বস্তা খাদ্য ও কুড়ি কিলো চুন দেওয়া হবে। সম্মেলনে উপস্থিত হাজার হাজার মহিলা মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে ডঃ দাস বলেন আপনারা এগিয়ে আসুন আমরা আপনাদের সাথে আছি। এবারে আমরা যাদের সাহায্য করেছি, আগামী বারে মাছ বিক্রি করে আপনারা নিজেদের উদ্যোগে চাষ করবেন বলে ভরসা রাখি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড গৌরাঙ্গ কর অধিকর্তা ক্রাইজাফ, ডক্টর ডি সি সাক্ষ্য বর, অধিকর্তা নিমপেট প্রমুখ।

অবৈধভাবে ব্যবহার হচ্ছে প্লাস্টিকের, প্রশাসন নির্বিকার

সুব্রত মন্ডল : প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশোধনী আইন অনুযায়ী ২০২১ সালে ৭৫ মাইক্রোনের চেয়ে পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সচেতনও করা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশই সার নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্যেও সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ দেদার ব্যবহার হচ্ছে সোনারপুর শহরে। রাজপুর বাজার এলাকার ফল বিক্রেতা তাপস চক্রবর্তী বলেন, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে আমরা তো ক্রেতাদের ফল বিক্রি করছি। কোন সমস্যা নেই। সবজি বিক্রেতা তাপসী মাইতি বলেন, অত আইন বুঝি না মোটা প্লাস্টিকের ব্যাগে সবজি দিলে আমাদের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। তাই পাতলা প্লাস্টিকে সবজি বিক্রি করছি। সোনারপুর থানার আসে পাশে সমস্ত ফল বিক্রেতা, সোনারপুর বাজার মোড়, ঘাসিয়ারা বাজার সহ অন্যান্য গ্রামীণ এলাকাতেও নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের রমরমা। সরকারি নিয়ম অনুসারে মোটা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগের দাম অনেক। ক্রেতারা সেই অতিরিক্ত টাকা দিতে চাইছেন না। ফলে রাজপুর সোনারপুর পুরসভা এলাকায় পাতলা, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকে বিভিন্ন নর্দমা গুলি ভরে যাচ্ছে। এদিকে সামনেই বর্ষাকাল। তখন এই প্লাস্টিক জমে নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে চিন্তায় পড়েছেন নাগরিকরা। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, মাঝেমধ্যেই প্লাস্টিক নিয়ে ধরপাকড় করা হয়। মোটা অংকের টাকা জরিমানাও করা হয়। কিন্তু তারপরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়নি। তবে যেহেতু সামনে বর্ষাকাল তাই আবারও অভিযান চালানো হবে।

এবার বাখরাহাটে রথ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাখরাহাটে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বাখরা হাট রথ উৎসব কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত জানান, আগামী ২০ জুন রথযাত্রা হবে। সকলের সহযোগিতায় প্রভু জগন্নাথ দেবের সুদৃশ্য ১৬ ফুট উচ্চতায় রথ নির্মাণ চলছে। ১ জুন পুজো ও যজ্ঞ সহকারে প্রভুর অভিষেক হবে। ৪ জুন হবে স্নান যাত্রা। এছাড়াও রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।

পর্দার আড়ালে কারা?

প্রথম পাতার পর

প্রথমত গ্রিন বাজি তৈরিতে প্রচুর খরচা। দ্বিতীয়ত গ্রিন বাজি কেনার ক্রেতার অভাব। সরকার যদি ঋণের মাধ্যমে পুঁজি জোগানোর এবং নিষিদ্ধ বাজি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে গ্রিন বাজির বাজার তৈরি করে দেয় তাহলে এই অবৈধ ব্যবসা তারা ছাড়তে রাজি। তা না হলে বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া তাদের বাঁচা মুশকিল। সব কিছু থিতিয়ে গেলে ফের এই ব্যবসায় না নেমে তাদের গতি নেই কারণ বাম ডান কোনো সরকারই এই কুটির শিল্পকে সুস্থ পথ দেখাতে পারে নি। তথ্য বলছে এই রাজ্যের ১৬ জন বাজি প্রস্তুতকারক ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা এনইইআরআই থেকে গ্রিন বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেও ব্যবসার জন্য পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোসিভ সেফটি অর্গানাইজেশন বা পেসো–র কাছে ছাড়পত্র পাওয়ার আবেদন করে নি। অনেকে এখন বড় বড় কথা বললেও কেউ তাদের এ ব্যাপারে সাহায্যও করে নি। বরং মাঝখান থেকে অবৈধ ব্যবসার ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি চলেছে। রুজি রোজগার বাঁচাতে তোলাবাজিকেই ভবিতব্য বলে মেনেও নিয়েছিলেন এরা।

এখন সবাই ধোয়া তুলসী পাতা, কাঠগড়ায় খেটে খাওয়া মানুষের দল। এরাই বাজি বানাচ্ছে, এরাই মরছে, এরাই ধরা পড়ে জেল খাটছে। তাহলে অবৈধ ব্যবসা দেখেও থানার পুলিশ, ফায়ার অফিসার, পাড়ার নেতা নেত্রীরা চুপ করে থাকার জন্য দোষী হবে না কেন? উত্তর দেবার কেউ নেই।

উচ্চ মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করল করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা কার্তিক রায় ২০১০ সালে মারা গেছেন। বর্তমানে মা মীনা রায় সংসারের সমস্ত হাল ধরে যে সামান্য আয় করেন তা দিয়েই কোনও রকমে সংসার চলে। তার মান ভোরবেলায় ভদ্রেশ্বর স্টেশন বাজার থেকে পাইকারী দরে সবজি কিনে সঙ্গে ছেলে পবনকে নিয়ে ভ্যানে করে বৈদ্যবাটীতে সবজি বিক্রি করে দুপুর গড়িয়ে ঘরে আসেন। ভদ্রেশ্বর খাঁপুকুর অঞ্চলে ব্রেথওয়েট ৭ নম্বর গেটের কাছে বাসিন্দা তবে বাড়ি বলতে টালির চালার ঘরে আজ আলো ঠিকরে পড়ছে। তবে চাঁপদানি পৌরসভার অন্তর্গত রাজীব গান্ধী যোজনায় নতুন বাড়ি হচ্ছে। ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যাপীঠ স্কুলের ছাত্র পবন রায় কমার্স বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার প্রপ্ত নম্বর ৩২৭। পবন হিসাব শাস্ত্রে ৪৮, ইংরাজিতে ৮৮, বাংলা ৫৬, বাণিজ্যিক আইন ৫৫, কসটিং অ্যান্ড ট্যাক্সসেশন ৮০। তার তিনজন গৃহশিক্ষক ছিল। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে গৃহশিক্ষকরা বই ও প্রয়োজন মতো সাহায্য করেছিলেন। তার পড়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তার দুই দিদি ও দুই ভাই। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। পবন বাড়ির ছোট। পবন বলে, আপাতত কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা নেই। তাই ইচ্ছা থাকলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারব কিনা জানি না। তবে কোনও রকমে যদি কলেজ ভর্তি হতে পারি তাহলে আগের মতোই সংসার সামলে ভাল ফল করার চেষ্টা করব। সে তিনটি বিষয়ে রিভিউ ও স্ক্রুটিন করতে ইচ্ছুক। সে মাধ্যমিকে ৫৫৭ নম্বর পেয়েছিল। তাঁর মা মীনাদেবী বলেন, ছোট ছেলে প্রথম থেকেই মেধাবী। কিন্তু সেভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি না। আমার সঙ্গেই সবজি বিক্রি করতে যায়। কোনও রকমে সংসার চালাই। ছেলেকে ঠিকমতো টিউশন দিতে পারিনি। পড়ার জন্য আলাদা ঘর নেই। আর্থিক সাহায্য পেলে আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

বন্ধ গোন্দলপাড়া জুট মিল কর্মচারীর মেয়ের সাফল্য

মলয় সুর : হুগলির তেলিনীপাড়া মহাত্মা গান্ধী বিদ্যাপীঠের ছাত্রী নন্দিনী সিং এবারের মাধ্যমিকে ছটি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রাপ্ত নম্বর ৫৭০ পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। এই হিন্দী স্কুলে তার স্থান তৃতীয়। নন্দিনীর বাবা রাকেশ কুমার সিং গোলন্দপাড়া জুট মিলে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু বহুবছর ধরে মিল বন্ধ। এলাকায় রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলের শিক্ষকতাও করতেন। সেই স্কুলটিও ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও সংসারে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তাদের একমাত্র মেয়ে নন্দিনী পড়াশোনাকেই ধ্যানজ্ঞান করে স্কুলের হাসি চওড়া করেছে। পেটের টানে রাকেশ এবং তাঁর স্ত্রী মমতা গৃহশিক্ষকতা করেন। তাঁরা থাকেন মিলের দু কামরার কোয়ার্টারে। সেখানে দিনভর জল

ও আলো মেলে না। এই শ্রমিক মহল্লায় আলো–জলের অভাবে পড়াশোনা চালানো কঠিন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গেলে যা খরচ হবে তা কীভাবে জুটবে। তাই সে ওই স্কুলেই কলা বিভাগে পড়তে চায়। নন্দিনী ইংরাজীতে ৮০, হিন্দিতে ৭৫, অঙ্কে ৭৬, পদার্থবিজ্ঞানে ৮৬, জীবনবিজ্ঞানে ৮৪, ইতিহাস ৭৬, ভূগোলে ৯৩ পেয়েছে। তাদের আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আকবরপুরে। সেখান থেকে ফোনে জানায় রাকেশবাবু। নন্দিনীর দুইজন গৃহশিক্ষক ছিল। সন্তোষ রায় পড়াতেন সায়েন্সের বিষয়গুলি এবং উমেশ চৌধুরীর কাছে ইতিহাস, ইংলিশ। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে ওর দুই গৃহশিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষকরা ওকে সাহায্য করেছিলেন। তার প্রিয় বিষয় ভূগোল। ভবিষ্যতে নন্দিনী ইচ্ছে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে আইপিএস অফিসার হওয়া।

এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে মহেশতলার বাসিন্দা শুভ্রাংশু সর্দার। সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। তার হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস। — নিজস্ব চিত্র

নম্বরে করোনার প্রকোপ

প্রথম পাতার পর

এবার যে ছেলেটি উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র বজবজের সারেঙ্গাবাদের শিবতলা রোডের বাসিন্দা সুভ্রাংশু সর্দারের সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, তার সাবজেক্ট কম্বিনেশনটি ছিল এরকম – বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, অঙ্ক, রাশিবিজ্ঞান ও কম্পিউটার সায়েন্স। সংসদ সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সুভ্রাংশু'র সাবজেক্ট কম্বিনেশনকে খুবই আকর্ষণীয় বলে জানান। যেটি নর্মাল কম্বিনেশনের মধ্যে পড়ছে না। বর্তমানে প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী কলাবিভাগের বিষয় গুলিতে নম্বর পাওয়া যতোটা সহজ, বিজ্ঞানের বিষয় গুলিতে ততটা সহজ নয়। এরই কারণে কম্বিনেশনের উপরেই জয় হয়েছে।

বেসরকারি রেডিও স্টেশন

প্রথম পাতার পর

এই রেডিও স্টেশন তৈরি করার জন্য কেন্দ্র সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের তরফ থেকে তাদেরকে লাইসেন্সও প্রদান করা হয়। তার আগে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের হ্যাম রেডিও অপারেশনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আর্থিকভাবে এই রেডিও স্টেশনটি তৈরি করতে যা টাকার প্রয়োজন তা না থাকায় বেশ কিছুদিন দেরি হল। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং হ্যামরেডিও ক্লাবের সদস্যদের উদ্যোগেই শেষ পর্যন্ত এই রেডিও স্টেশনটি তৈরি করা সম্ভব হল।এ বিষয়ে হ্যাম রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, এই এলাকায় যে কোনো রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে টেলিযোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে খবর পেতে সমস্যা হয়ে যায়। আর তার ফলেই বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী স্টেশন তৈরি করতে হয়। এবার যে কোনো রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর এই স্টেশন থেকেই দ্রুত খবর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বিভিন্ন এলাকায়।

দশ লক্ষ টাকা প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দু–তিনবার তার বাড়িতে গিয়েছি। রামকৃষ্ণ ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও দশ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ মিথ্যা। সে আমার কাছে ধার বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা পাবে। আর সুদ তো আমি নিয়মিত দিচ্ছি।' এই প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন এখন নবজোয়ার তৃণমূল কংগ্রেসে চলছে। এ সময় যে কোনও ধরনের দুর্নীতিকেই দৃঢ় হাতে প্রতিরোধ করতে হবে। কোনওভাবেই তা সহ্য করা হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসই গোটা ভারতে একমাত্র দল, যে দল খোদ মহা সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার মাত্র ছয়দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। আমি ব্যাপারটা শুনেছি। বিশদে খবর নিচ্ছি। যদি সত্যিই এমন কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তবে জিরো টলারেন্সে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক দেবদাস মণ্ডল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'তৃণমূলের এই চাকরি বিক্রি করার ব্যবসা নতুন কিছু নয়। শিক্ষা দফতরের মন্ত্রীও এই ব্যবসায় আদালতের নির্দেশে জেলবন্দী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী, যিনি এই চাকরি বিক্রি করছেন, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চেক করে দেখা হোক। আমার মতে, এদের বাইরে থাকা উচিত।'

প্রথম দশে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৯জন পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিকের পর এবার উচচ মাধ্যমিকের ফলাফলে ও উঠে এলো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নাম। এ বারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম তো বটেই, প্রথম দশেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদেরই জয়জয়কার,আর তাই চলছে স্কুলে উৎসব।এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে তাক লাগানো নম্বর পেলো রামকৃষ্ণ মিশনের ছাএরা। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন শুভ্রাংশু সরদার। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র শুভ্রাংশু। কিন্তু কেবল শুভ্রাংশুই নন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়াতেই ছয়লাপ এ বারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। প্রথম দশে শুধুমাত্র সেই স্কুলের ৯ জন পড়ুয়া। চোখ ধাঁধানো ফল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সকলেই। শুভ্রাংশুর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। চতুর্থ হয়েছে নরেন্দ্রপুরের নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। ৪৯১ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অর্কদীপ ঘরা। ওই স্কুল থেকে ৪৯০ নম্বর পেয়ে সপ্তম হয়েছেন বিতান শাসমল, অর্ক ঘোষ এবং অভিরূপ পাল। ৪৮৯ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে অষ্টম হয়েছেন নরেন্দ্রপুরের সৈয়দ সাকলাইন কবীর। ৪৮৮ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম হয়েছেন সায়ন সাহা এবং অর্ক প্রতিম দে। স্কুলের এমন দুর্দান্ত ফলাফলে খুশি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দজী। তিনি বুধবার রেজাল্ট বার হবার পরে বলেন, ''খুবই আনন্দের খবর। আমরা আশা করেছিলাম, ২০১৫ সালের পর এ বার হয়তো আবার মেধা তালিকায় আসবে আমাদের কোনও ছাত্র। ছেলেটি ভাল ফল করবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানে আসবে তা আমরা বুঝতে পারিনি। প্রথম দশে আমাদের স্কুলের ন'জন ছাত্র আছে।আমরা খুব খুশী। গত ১৯ মে মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছিল। তাতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১২ জন পড়ুয়ামেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই স্কুল।

জয়নগরের সৌম্যদীপ দত্ত প্রফেসর হতে চায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে জয়নগরের সৌম্যদীপ দত্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে ৫৭ দিন পর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো এবার। সারা রাজ্যের সমস্ত জেলাকে টেক্কা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে সবার আগে এবার জায়গা করে নিলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৯ জন রয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পড়ুয়া। সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে। জয়নগর থানার তসরালা সরবেড়িয়া সনাতন হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্র সৌম্যদীপ দত্ত। ছেলের এই অভূত পূর্ব ফলাফলে খুশি পরিবারের লোকজন। সৌম্যদীপ রাজ্যের এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেছে। সৌম্যদীপের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। বুধবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে বাড়িতে পরিবারের সাথে নিয়ে সৌম্যদীপ বলেন, পরীক্ষা খুবই ভালো হয়েছিল

মনের মধ্যে একটু সুপ্ত বাসনা ছিল যে আমি র‍্যাঙ্ক করবো। কিন্তু এক থেকে দশের মধ্যে হবো এটা আমি ভাবতে পারিনি।এই রেজাল্টে আমি অত্যন্ত খুশি। ভবিষ্যতে ইংলিশ অনার্স নিয়ে প্রফেসর হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। প্রতিদিন আমার বাধা ধরা রুটিন ছিল না। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করতাম। সারাদিন আট দশ ঘণ্টা করে পড়তাম। ছেলের এই অভূতপূর্ব রেজাল্টে কার্যত বাবার চোখে আনন্দের অশ্রু।এদিন সৌম্যদীপের বাবা সুনীল দত্ত বলেন, ছেলে ভালো ফল করবে এটাই আমরা আশা করে ছিলাম কিন্তু রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম হবে সেটা আমরা ভাবতে পারিনি। পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সৌম্যদীপ। বড় হয়ে সৌম্যদীপ যেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও। পড়াশোনার প্রতি অদম্য ইচ্ছা ও যেদ ছিল সৌম্যদীপের। ওর পরিশ্রমই ও সাফল্যের কারণ।আর এলাকার ছেলে ও স্কুলের নামকে উজ্জ্বল করার জন্য গর্বিত সৌম্যদীপের এলাকার মানুষ, স্কুল শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে টি এস সনাতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও। ওর আগামীর ভবিষ্যতের শুভ কামনা করলো সবাই।

মহানগরে

উত্তর কলকাতায় যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনস্ত নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর কলকাতা আয়োজনে জেলা স্তরের যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ২০ মে শ্যামবাজারের পার্ক ইনস্টিটিউশনে। উৎসবের বিষয়বস্তু ছিল পঞ্চ প্রাণ তথা ভারতের কৃষ্টি ঐতিহ্যসহ দেশের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ ভাবে কাজ করে চলা। এই জিনিসটিকে মাথায় রেখেই প্রায় ২০০–র অধিক যুব–যুবারা কবিতা লেখা, আঁকা, ছবি তোলা, বক্তৃতা এবং নাচের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথমেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা এবং সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতার নেহেরু যুব কেন্দ্রের যুব আধিকারিক প্রিয়াংঙ্কা ঘোষ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছিল স্টল। প্রত্যেক বিভাগের তিনজন বিজেতাকে শংসাপত্র এবং নগদ উপহার দেওয়া হয়। এসব বিজেতারাই এরপর রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করবে।

এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব এবং ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত আধিকারিক প্রশান্ত মণ্ডল। স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, পার্ক ইনস্টিটিউশনের মুখ্য ডঃ সুপ্রিয় পাঁজা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

ভারত–জাপান সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মে আইসিসিআর–এর অবনীন্দ্রনাথ প্রেক্ষাগৃহে জাপান এবং ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উন্নতি নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাপানের দূত নাগাওয়াকি পৈসী তিনি জাপানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোকপাত করেন। এদিনের এই আলোচনা সভায় নয়া দিল্লির এমপিআইডিএসএ–র সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ড. রাজীব নারায়ণ তার বক্তব্যে বলেন জাপানের সাথে ভারতের যে এখনকার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তা প্রত্যেক পদক্ষেপেই নজর রাখার মতোন। পূর্বতন রাজনৈতিক ভাবধারা নিয়ে এখন আর দুই দেশের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জাপানের বৌদ্ধ সমাজকে মাথায় রেখে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ধর্মের সাথে এক মেলবন্ধন ঘটছে যা আরও মসৃণ হবে বলে মনে করা যাচ্ছে। এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির গবেষক ড. রাজারাম পাণ্ডা। তিনিও জাপানের প্রযুক্তি নিয়ে আলোকপাত করেন। অন্যদিকে, নয়াদিল্লির ইউরোপ এবং ইউরেশিয়া সেন্টারের ড. স্বস্তি রাও বলেন ভারত জাপানের সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক দিক দিয়ে না দেখেও বিভিন্ন ভাবেই উপকৃত হবে দুই দেশ।

অর্থনীতিও তার মধ্যে অন্যতম যদিও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উন্নতি সব সম্পর্ককে বজায় রাখবে। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের পক্ষ থেকে ডিরেক্টর ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার অঙ্গীকার নিয়ে স্বাগত ভাষণে বক্তব্য রাখেন।

কাউন্সিলররাই পারে অবৈধ পার্কিং রোধ করতে : দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশের তৈরি কলকাতার ক্ষেত্রমাণ বৃদ্ধি পেলেও তার রাস্তার পরিমাণ অনেকটাই কম। তার উপরে অধিকাংশ রাস্তা জুড়ে রাত হতে না হতেই চলে কার–পার্কিং। অনেক ক্ষেত্রে দমকল কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি যেতে গেলেও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডভিত্তিক ডিমার্কেশন রুট ম্যাপ করে নাইট কার–পার্কিংয়ের জন্য রাস্তা নির্দিষ্ট করে স্বল্প মূল্যে মানুষকে নাইট কার–পার্কিং পরিষেবা দেওয়া গেলে যারা গাড়ি রাখেন তাদেরও সুবিধা হবে এবং আগে থেকে অঞ্চলের অধিবাসীদের নাইট কার–পার্কিং জোন সম্পর্কে জানা থাকলে সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে। এমনকি ইমার্জেন্সি সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সুবিধাপ্রাপ্ত হবে প্রস্তাব আসে পুরসভায়।

কলকাতা পৌরসংস্থার কার–পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, দক্ষিণ কলকাতার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন। খুবই ভালো। কলকাতা শহরে অবৈধ পার্কিং নিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকেই নিতে হবে। গাড়ির মালিক বা পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ম হচ্ছে ১৮ ফুট চওড়া রাস্তায় সেখানে কার–পার্কিং করা যেতে পারে। যেখানে ১৮ ফুটের কম চওড়া রাস্তা সেখানে কার–পার্কিং সম্পর্ণরূপে নিষিদ্ধ। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিরা নিয়মিত রাতে ও দিনে ওয়ার্ডের প্রতি রাস্তায় পরিদর্শনেই বুঝে নিতে পারেন কোন্ রাস্তায় বৈধ আর কোন্ রাস্তায় অবৈধ পার্কিং আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার কার–পার্কিং দফতর থেকে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করে নাইট কার–পার্কিং–এর ড্রাইভ হয়ে থাকে। পৌরপ্রতিনিধিদের থেকে

আমরা অবৈধ পার্কিং–এর খবর পেলেই কার–পার্কিং দফতর থেকে অবৈধ পার্কিং–এর ড্রাইভ দেওয়া হয়। এবং অবৈধ পার্কিং–এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়াও হয়।

কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে বলে দেবাশিস কুমার জানান, এই সমস্যার সৃষ্টি কর্তা হলেন ওই পৌরপ্রতিনিধিরাই। যে ওয়ার্ডে নাইট–পার্কিং–এর ড্রাইভ চলছে, আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই সে ওয়ার্ড থেকে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির ফোন চলে এলো। এই এই নম্বরওয়ালা গাড়িগুলি ছেড়ে দিন। আবার মুশকিল হচ্ছে, আমার কার–পার্কিং দফতরকে বলতে গেলে, ডিপার্টমেন্ট বলে আমি ওই ওই নম্বরওয়ালা গাড়িকে কোনও ভাবেই ছাড়তে পারবো না। অর্থাৎ পৌরপ্রতিনিধিরা গাড়ি ছাড়তে বলছেন আর পৌর কার–পার্কিং দফতরের অফিসাররা বলছেন গাড়ি ধরেছে যখন একে ছাড়বো না। আমি মাঝখানে থেকে 'স্যান্ডউইচ' হয়ে যাচ্ছি। আমি কিছু করতে পারছি না। আমি বলবো, পৌরপ্রতিনিধিদের যদি সত্যিই সদিচ্ছা থেকে থাকে, যদি তারা মনে করেন এটা করা উচিত তাহলে তারা লিখিত ভাবে এখনই চিঠি দিন। তাহলে আমরা কার–পার্কিং দফতর থেকে কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যেই ওই 'অরূপ চক্রবর্তী'র ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অফিসের পাশে ৯ নম্বর নেতাজি নগরের সংস্কার করা পুকুরের চার পাশসহ সমস্ত জায়গায় নাইট কার–পার্কিং–এর ড্রাইভ হবে। পৌরপ্রতিনিধিরা যদি সহযোগিতা করেন। ফোন করে যেন না বলেন এই নম্বরওয়ালা গাড়িটি ছেড়ে দিন বলে।

দেবাশিস বাবু আরও বলেন, আর দ্বিতীয় কথা হল, কলকাতা পৌরসংস্থা ইতিমধ্যেই নাইট – পার্কিং – এর ব্যবস্থা করেছে। এবছরও এই দফতর ইতিমধ্যেই ২৫ লক্ষ টাকা রেভিনিউ পেয়েছে। এখনই ৪০০ – র বেশি গাড়ি মাসে ৬০০ টাকা দিয়ে নাইট কার–পার্কিং করছেন। আমরা এইসব গাড়িতে একটি স্টিকার লাগিয়ে দিচ্ছি। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়িটি রাতে রাখুন, অন্যত্র নয় কিন্তু। তবে এখনই অ্যাডেড এরিয়া ও কলোনি এলাকায় তা শুরু করতে পারা যায়নি। তার কারণ, ওখানে করতে গেলে সব গাড়িকে কার পার্কিং –এর সুযোগ দিতে হবে। ওখানে কারোর গ্যারেজ আছে, এমন সংখ্যা নেই বললেই চলে। আমরা এখন মূলত যে রাস্তায় কার–পার্কিং–এর অনুমোদন নিয়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছে, অথচ, গাড়িটা রাস্তায় রাখছেন সেই রাস্তায় নাইট কার পার্কিং–এর অনুমোদন দেওয়ার কাজ করছি। ধীরে ধীরে সব অঞ্চলেই করা হবে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির অনুমতি নিয়ে। অনেকগুলি নাইট কার–পার্কিং শুরুও হয়ে গিয়েছে। আমরা নীলসাদা রঙ দিয়ে মার্কিং করে দিই, কোথায় কোথায় গাড়ি থাকবে আর কোথায় কোথায় গাড়ি থাকবে না। কিন্তু কলোনি এলাকায় নির্দিষ্ট পার্কিং মার্কিং করার জায়গাই নেই। ১৮ ফুট রাস্তা হলে তবেই কার–পার্কিং হতে পারে। এদিকে গল্ফগ্রিণের স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ১৮ ফুটের কম চওড়া রাস্তায় তার চার চাকাওয়ালা গাড়ি নাইট পার্কিং করা থাকে।

একাদশের বার্ষিক পরীক্ষার দায়িত্ব স্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩–'২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণির প্র্যাকটিক্যালসহ বার্ষিক পরীক্ষা বিদ্যালয়ের ওপরই ন্যস্ত থাকবে বলে জানান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ২৪ মে সংসদের সল্টলেকস্থিত বিদ্যাসাগর ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদ সভাপতি জানান, একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনা করা, সাদা খাতার ব্যবস্থা করা, মূল্যায়ন করা প্রভৃতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব বিদ্যালয়ের অন্য শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনার মতনই একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার দায়িত্ব থাকবে বিদ্যালয়ের ওপরই। আর বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট সংসদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট আপলোড

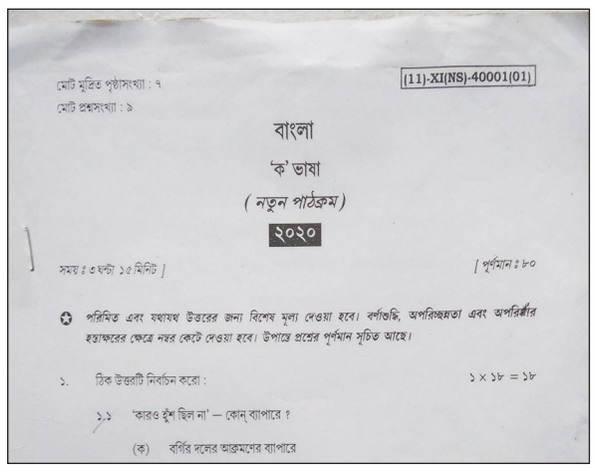

করতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে।

একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার রুটিনও সংসদ থেকে করে দেওয়া এবার থেকে হচ্ছে না। সাদা উত্তরপত্রও সরবরাহ করবপ না। একটা নির্দিষ্ট সময়কাল স্কুল গুলিকে দিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলের ওপরই দায়দায়িত্ব থাকবে রুটিন তৈরি করা থেকে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার অর্গানাইজেশন করা। সংসদের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুল গুলি তাদের ভালোলাগা মতন করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। ঠিক যেমন নবম শেষে দশম শ্রেণিতে ওঠার বার্ষিক পরীক্ষা ও খাতার মূল্যায়ন করা, এটাও তেমনই। একাদশ থেকে দ্বাদশে ওঠার পরীক্ষা ওটার মতনই হবে। কোনও ভিন্নতা থাকবে না। প্রসঙ্গত, ২০০৬ – '০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংসদ একাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে গোটা রাজ্যের সব স্কুলে হত একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা। যদিও খাতা মূল্যায়ন করত নিজনিজ স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

লেন্স বার্তা

সরকার হাসলেও, বেহাল দশা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার।

বহুদিন পিছন ভাঙা অবস্থায় চলছে বাস। জ্বলছে না লাইটও, কিন্তু চোখে পড়ছে না প্রশাসনের, কারণ এটা সরকারী সম্পত্তি।

এ বছর রবীন্দ্র সরোবরের জলের স্তর কমেছে চোখে পড়ার মতো। সঠিক কারণ খোঁজ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার খুবই প্রয়োজন।

ছবি : অভিজিৎ কর

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে ১১ মে বসন্ত বিশ্বাসের আত্ম বলিদান দিবস উপলক্ষে ২০ মে এক শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। বক্তব্য রাখেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী, সুখবর পত্রিকার সম্পাদক শমিক স্বপন ঘোষ, নেতাজি পরিবারের সদস্য অভিজিৎ রায় সহ আরো বিশিষ্টরা।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষায় দিশারী কালীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

কুনাল মালিক

একটি শিক্ষিত জাতি যে কোন দেশের জাতীয় সম্পদ। একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে নারী সমাজ। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। তাই শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে ও জাতীয় জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গণে থাকছে কালীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কথা, যে বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে নারী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্তা প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী টুটুন দত্ত, যিনি একাধারে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীও ছিলেন, তাঁর আবেগমথিত স্মৃতিচারণায় ও বক্তব্যে উঠে এল বিদ্যালয়ের সেকাল ও একালের নানা কথা।

বিদ্যালয়ের শুরুর কথা

কালীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি বজবজের কালীপুরে পূর্ব নিশ্চিন্তপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এলাকায় অবস্থিত। স্বাধীনতার পূর্বে একেবারে গ্রাম্য পরিবেশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা ও উৎসাহ ছিল কম। আজ থেকে ৭৭ বছর আগে ১৯৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ ডাঃ নীরদ বরণ সরকার সহ ভাগ্যধর দাস, বিজয়কৃষ্ণ ডাল, কালিপদ চন্দ, অমিয় দাস, উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল, ডাঃ নারায়ণ দাস কর, রাধাকান্ত মণ্ডল, কানাইলাল সরকার, দীনবন্ধু সাঁতরা প্রমুখ বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না, কালীপুর বয়েজ স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মেয়েদের ক্লাস শুরু হয় সকালে। বিদ্যালয় প্রথম প্রধানা শিক্ষিকার পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীমতী অনিমা দাশগুপ্ত।

বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। প্রয়াত বিজয় কৃষ্ণ ডাল, প্রয়াত বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজনের দান করা জমিতে ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হল। ওরিয়েন্ট জুট মিলের ম্যানেজারের স্ত্রী মিসেস ব্যারেট–এর আর্থিক সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় স্থানীয় জনসাধারণও সাধ্যমত আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৯৪৮ সালের ৮ আগস্ট তৎকালীন রাজ্যপাল ডাক্তার কৈলাশনাথ কাটজু এই স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোক্তারা সিনেমা শো, রেডিও শিল্পীদের নিয়ে নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। মহালয়ার প্রাণপুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভদ্র, অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তর মতো বিশিষ্ট শিল্পীগণ এইসব বিচিত্রানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বজবজের মাটিকে ধন্য করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পায়। ২০০২ সালের ২১শে জুলাই তৎকালীন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী অশোক দেব মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। **এলাকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়টির গুরুত্ব** ভারপ্রাপ্তা প্রধান টুটুন দেবী বলেন, চড়িয়াল থেকে আছিপুর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ পরিসরে কালীপুর উচ্চ বালিকা একটিমাত্র মেয়েদের বিদ্যালয় হওয়ায় পার্শ্ববর্তী এলাকার বিশেষত নিম্ন আর্থ সামাজিক ও সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েরা বিদ্যালয়মুখী ও শিক্ষায় আগ্রহী হয়। প্রায় ১৩০০র উপর ছাত্রী সম্বলিত এই স্কুলে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান। মুসলিম ছাত্রীরাও শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী।

বিদ্যালয়টিতে পড়াশুনার পাশাপাশি নানা গঠনমূলক কাজে ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এনসিসি–র অধীনে ছাত্রীরা ২০২০ সালে নতুন দিল্লিতে রিপাবলিক ডে ক্যাম্প ও ২০০২ সালে সিকিম ট্রেকিংএ অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়াও শারীর শিক্ষণ ও যোগা প্রশিক্ষণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, যুব সংসদ প্রতিযোগিতা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার অর্জন করে। এই বিদ্যালয় টুটুন দেবী বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অনেকেই আজ ডাক্তার, শিক্ষিকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বিডিও অফিস, উকিল রূপে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত।

বর্তমান পরিকাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিকাঠামো প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্তা বলেন, বিদ্যালয় ভবনকে আরো সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে আধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিপূর্বেই সিইএসসি–র সহযোগিতায় সাইকেল গ্যারেজ সেড, জেলা পরিষদের সহায়তায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের অ্যাকোয়াগার্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও শীঘ্রই ব্লক থেকে সোলার প্যানেল প্রোজেক্টটি বাস্তবায়িত হবে। বিদ্যালয় সংলগ্ন জমিতে অডিটোরিয়াম নির্মানকল্পে সিইএসসির কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একদা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ পুনরায় চালু করা সহ বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির নানা কর্ম পরিকল্পনার কথা টুটুন দেবী তুলে ধরেন, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণেরও সুব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানে ভারপ্রাপ্তা প্রধানার দায়িত্ব পালনে গর্বিত শিক্ষিকা বলেন, এই কর্মভূমিই তাঁর যজ্ঞক্ষেত্র, তাই অবসর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় তিনি ব্রতী থাকতে চান। তিনি বলেন, এলাকায় কালীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রসারে সর্বতভাবে নিবেদিত। পুঁথিগত শিক্ষা কেবল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, আমাদের লক্ষ্য হল সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় জাগ্রত করা। পরিশেষে, বিদ্যালয়ে ইতিবৃত্ত তুলে ধরার জন্য 'আলিপুর বার্তা'কে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

মাঙ্গলিকী

বিশাল'এর থিয়েটার অন্বেষণ একটা নতুন খোঁজ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সুভাষগ্রাম আবির্ভাব থিয়েটার আয়োজিত নাট্যোৎসব ২০২৩ (দ্বিতীয় বর্ষ)।

সামগ্রিক পরিকল্পনা – বিশাল ভট্টাচার্য

সুভাষগ্রাম আবির্ভাব থিয়েটার বিগত ৫ এপ্রিল থেকে টানা দুইদিন মিনার্ভা থিয়েটারে তাদের দ্বিতীয় বর্ষ নাট্যোৎসবের আয়োজন করলো। উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ছিল চমক। ৫ এপ্রিল ২০২৩ উদ্বোধন হল সাড়ম্বরে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিমল চক্রবর্তী, সীমা মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক শ্রী রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অনীক নাট্যদলের অরূপ রায় এবং চন্দন দাশ ও নাট্যকার সৌমেন পাল। প্রত্যেক অতিথিবৃন্দকে উত্তরীয় পুষ্পস্তক এবং স্মারক দিয়ে সর্ম্বধনা দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন দলের কর্ণধার বিশাল ভট্টাচার্য। নাট্যমেলার উদ্বোধন করলেন বিমল চক্রবর্তী এবং রঙরূপ নাট্যদলের কর্ণধার সীমা মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা বিমল চক্রবর্তী বলেন, বিশাল এর মতো নবীন তরুণ তুর্কিরা থিয়েটারের কাজকর্মে উৎসাহিত হয়েছেন এটা ভাবতে ও শুনতে পরম তৃপ্তি লাগছে। বর্তমানে অন্য ভিন্ন মাধ্যমে যত দর্শক সমবেত হন থিয়েটারের আঙ্গিনায় তত মানুষের উপস্থিতি হয় না যদি না তারমধ্যে কোনো বড়ো পৃষ্ঠপোষকতা না থাকে। কিন্তু হতাশার মধ্যে থাকলে তো চলে না। থিয়েটার করতে গেলে চাই নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলন। অনেক টাকা পয়সা হয়তো থিয়েটারে নেই, আছে শুধু প্রাণের আরাম। আবির্ভাব যে নতুন নতুন ভাবে থিয়েটারের অন্বেষণ করে চলেছে তাতে শুধু ওরা নয় আমরাও লাভবান হব।

সীমা মুখোপাধ্যায় বললেন – থিয়েটার কেন করতে এসেছি আগে সেটা জানা দরকার। বিশেষ করে যে সময়টায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। একটা সময় ছিল যখন থিয়েটার হত মানুষের জন্য যা এখন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা পরবর্তী কালে আমাদের যে অন্য ধারায় থিয়েটার তৈরি হয়েছে তার পেছনে একটা গভীর আদর্শ ছিল। আমরা সেই আদর্শকেই বুকে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেই আদর্শ আজ আর নেই। ভাবলে দুঃখ হয়।

রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন – আবির্ভাব থিয়েটারের বয়স মাত্র চার বছর, কিন্তু তার মধ্যে দুটি নাট্যমেলার আয়োজন বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। নতুন থিয়েটারের খোঁজে আবির্ভাব যে অন্বেষণ করে চলছে তাতে আমরা ভরসা করতে পারি। বিশাল এবং আবির্ভাবের সদস্যদের আগামীদিনের সাফল্য কামনা করি। ভবিষ্যতে এরা আরও বড় আকারে কাজ করতে পারবে বলে আমি আশা রাখছি। থিয়েটার কখনো গোলাপের বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখা নয়, সংঘাত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যেতে হয় প্রতিনিয়ত। অতিমারির পরে থিয়েটার ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তবু তার মধ্য দিয়ে এই তরুণ তুর্কিদের হাত ধরে এই থিয়েটার এগিয়ে চলেছে। অরূপ রায় বললেন – সুভাষগ্রাম আবির্ভাব থিয়েটার যে নতুন নতুন থিয়েটারের খোঁজে এগিয়ে চলেছে সেই খোঁজে যদি আমাদের সহযোগিতা লাগে আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। একটা দল চালানো সহজ কাজ নয়, যদি না কোন পাগল সেই দলের নেতৃত্ব দেন। আমরা সমকালীন থিয়েটারের খোঁজ খবর সেভাবে রাখিনা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মফস্বলে যে ধরনের প্রযোজনা হচ্ছে তা অসাধারণ। তাদের প্রযোজনাগুলো কলকাতার বড়দলগুলিকে টেক্কা দিতে পারে। শৌভনিকের চন্দন দাশ বললেন– আবির্ভাব থিয়েটার এক নতুন থিয়েটারের খোঁজে রয়েছে প্রান্তিক প্রান্তিকতর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য থিয়েটারকে নিয়ে তাদের এই পথচলা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ চলতে থাকুক। আমি চাইবো তারা যেন থিয়েটারপ্রেমী সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। দলের কর্ণধার বিশাল ভট্টাচার্য বলেন– থিয়েটারে দর্শকই শেষ কথা বলে। থিয়েটারে যখন নির্দেশনার কাজ করি তখন চেষ্টা করি কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে। নাট্যগবেষণার মধ্যে রয়েছি তাই চেষ্টা করছি নতুন কিছু অনুসন্ধান করে চলার থিয়েটারের মধ্য থেকেই। সেই উদ্যেশেই আবির্ভাব থিয়েটারের স্থাপনা। মাত্র এক টাকা সম্বল নিয়ে এই আবির্ভাব থিয়েটার শুরু হয়েছিল।

৫ এপ্রিল নাটক 'একচিলতে স্বপ্ন'। প্রযোজনা ব্যান্ডেল ইচ্ছামত। নাট্যকার ও নির্দেশনা তমালবরণ সেনগুপ্ত। ভাল উপস্থাপনা, আরও তালিম দরকার।

এরপর জোড়াসাঁকো প্যাচারদল প্রযোজিত নাটক 'আর সেই লোকটি' নাট্যকার আনন্দ সেন নির্দেশনায় শ্রীনাথ পাল। একটু ভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা তৃতীয় নাটক 'গুপ্তরোগ'। প্রযোজনা বেলঘরিয়া নাট্যকল্প, নাট্যকার সৌমেন পাল, নির্দেশনা প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকটা আলাদা ধরণ ও বিষয়বস্তুও আলাদা।

৬ এপ্রিল 'নাটক যখন যুদ্ধ'। প্রযোজনা উত্তম স্মৃতি নাট্য ধারা প্রযোজিত নাটক। নাটককার গৌতম বণিক, নির্দেশনা বিশাল ভট্টাচার্য। ভালো উপস্থাপনা। দ্বিতীয় নাটক 'সাড়ে তিন', প্রযোজনা ইউফোপিয়া, নির্দেশনা শুভ চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিক উপস্থাপনা। তৃতীয় নাটক ডাইন। প্রযোজনা সুভাষগ্রাম আবির্ভাব থিয়েটার। নাট্যকার প্রদীপ চক্রবর্তী, নির্দেশনা বিশাল ভট্টাচার্য।

সমাজে বিশেষ করে প্রান্তিক সমাজে কুসংস্কার সেইসঙ্গে শোষণযন্ত্র যা ব্যবহার করা হয় প্রান্তিক মানুষদের উপরে। এইভাবে গ্রামের মুখিয়ারা অন্য কথায় মাতব্বরেরা নির্যাতিতদের উচ্ছেদ করে তাদের ভিটে মাটি গ্রাস করে। এটা পরিকল্পিতভাবে করা হয় গ্রামের মুখিয়া শ্রেণীর মানুষগুণিন বা ওঝার সাহায্য নিয়ে এই ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। জমি জমা সব কিছু কেড়ে নিয়ে ওদের একেবারে নিস্ব করে ছাড়ে। এই শোষণ স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও হয়ে চলেছে। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে। এই কুপ্রথা উন্মোচিত করে দিল একজন সাংবাদিক। অভিনয়ে ছিলেন মৌসুমী পাল, বিশাল ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কুহেলি ধাড়া, সৌভিক সরদার, নবনীতা জানা, অনুপম ঘোষ সুমন গায়েন আবহ সব্যসাচী পাল, আলো বাবলু সরকার।

উপসংহারে কয়েকটা কথা বলতে চাই শুধু সংলাপ বলতে পারাটাই অভিনয় নয়, কথা বলার আগে কথার মনোভাবটা তৈরি করতে হবে, নাহলে কথা বা সংলাপ প্রাণ পাবে না। শিল্পীকে নিজে থেকে কিছু করতে হয় কারণ তিনি শিল্পী। নির্দেশক তোমাকে চরিত্রের বুনোটটা বলে দিতে পারে, অভিনয়টা শিল্পীকেই করতে হয়। নির্দেশক অভিনয় দেখাতে গেলেই একটা বিপদ সৃষ্টি হবে। কারণ শিল্পী তখন নির্দেশককে নকল করতে থাকে। সঙ্গীত শিল্পীকে যেমন নোটেশান ধরে গান শেখানো হয়, কিন্তু পায়ক্রিটা শিল্পীকেই আয়ত্ব করতে হয়। শিল্পীদের একটা বোঝাপড়া দরকার সহশিল্পীদের সঙ্গে, নাহলে একটা নাটক দানা বাঁধতে পারে না। অভিনয়ে একটু বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন। শিল্পীর পথচলা কথার ভঙ্গি স্টেজে দাঁড়ানো এবং কথোপকথন অনেক ডাইমেনশানাল হলে ভালো শিল্পী তৈরি হয়। যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয় অভিনয়ে সংলাপে মঞ্চ–সজ্জায়।

প্রকাশিত হল সিদ্ধার্থ সিংহের

'চোর ধরার মেশিন এবং ৩৯৯'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিদ্ধার্থ সিংহের ৪০০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল--- ' চোর ধরার মেশিন এবং ৩৯৯' কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারের কাছে অভিযান বুক ক্যাফেতে। এটি লেখকের ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুতোষ গ্রন্থ এবং বিষয়ভিত্তিক বই মিলিয়ে ৩১৬তম বই। এ ছাড়াও রয়েছে যুগ্ম এবং একক ভাবে তাঁর সম্পাদিত সাতশোর উপর সংকলন এবং অজস্র অনুদিত বই। জমজমাট প্রেক্ষাগৃহে এই বইটি উদ্বোধন করলেন কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা এবং দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে।

এ দিন সুধাংশুবাবু বলেন, 'সিদ্ধার্থকে আমি প্রায় ৪৫ বছর ধরে চিনি। ও তো শুধু লেখালেখি করে না। লেখালেখি ছাড়াও আরও অনেক রকমের কাজ করে। এ রকম একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক আমি খুব কমই দেখেছি।'

এর পরেইতিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা প্রকাশনায় খুব কম আসছে। কেউ যদি প্রকাশনাকে নিজের রুটি–রুজি হিসাবে নিতে পারেন, তবে সেটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এতে রাতারাতি অনেক অর্থ উপার্জন হবে না ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবসা মিষ্টি ও সুখের। কোন বই পাঠকের ভাল লাগবে, কোন বই কেমনভাবে পাঠক নেবে, তা পাঠকই ঠিক করবে। প্রকাশককে শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে বই প্রকাশের কাজটি করে যেতে হবে।'

আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা বলেন, 'সিদ্ধার্থ এত লেখা কী করে লেখে আমি জানি না। পুজোর সময় দেখা হলে যখন জিজ্ঞেস করি, এ বার তুমি ক'টা পুজো সংখ্যায় লিখছ? ও তখন যে সংখ্যাটা বলে সেটা কখনওই তিন সংখ্যার কম নয়।

'রতিছন্দ' এবং 'রিয়্যালিটি উপন্যাস'–এর

প্রবর্তক বিশিষ্ট কবি, কথাসাহিত্যিক এবং বহুমুখী প্রতিভাধর সিদ্ধার্থ সিংহ এ দিন জানান, তাঁর নতুন বইয়ের ৪০০টি 'ঝলক–গল্প'ই ৪০০ রকমের। কোনওটার সঙ্গে কোনওটার সামান্যতমও মিল নেই। আকারে অণুগল্পের মতো দেখতে হলেও এগুলো অণুগল্প নয়। অণুগল্পের চেয়েও অনেক অনেক বেশি চমকপ্রদ, মর্মস্পর্শী এবং বুদ্ধিদীপ্ত। এই গল্পগুলো ভারতীয় ঘরানায় এবং মানসিকতায় বেড়ে ওঠা বাঙালি পাঠকেরা আদৌ নিতে পারবেন কি না তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিল। তাই প্রথম দিকে এই গল্পগুলো প্রকাশ করার জন্য তিনি দেন জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ সহ পাঁচটি দেশ থেকে প্রকাশিত 'শুদ্ধস্বর', ইতালির পালেরমো থেকে প্রকাশিত 'আর্লি স্টার', বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কাব্যশীলন', কানাডা থেকে প্রকাশিত 'দেশ দিগন্ত', ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস থেকে প্রকাশিত 'লা বাংলা টাইমস', ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত 'পাক্ষিক প্যারিস টাইমস', অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে প্রকাশিত 'প্রভাত ফেরী', নরওয়েয়ে থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা 'সাময়িকী' পত্রিকায়। এ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্র–পত্রিকায়। অনুবাদও হতে থাকে বিভিন্ন ভাষায়। এই গল্পগুলো নিয়ে স্পার্ক ফিল্ম হতে থাকে হিন্দি, ওড়িয়া, মালায়ালাম তামিল এবং তেলুগু ভাষায়। বেশ কয়েকটি বাংলাতেও হয়েছে। তার পরেই শুরু হয় দু'পার বাংলায় ঝলক–গল্পের ঝড়। সেখান থেকে বাছাই করা তাঁর ৪০০টি ঝলক–গল্প নিয়ে সংকলিত হয়েছে এই বইটি।

এ দিন সুধাংশু শেখর দে, নলিনী বেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লেখক সিদ্ধার্থ সিংহ, সাংবাদিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক গৌতম বসু মল্লিক, বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক, অধ্যাপক মলয় রক্ষিত, কবি মধুবন চক্রবর্তী, শম্পা সাহা এবং 'এবং অধ্যায়' প্রকাশনা সংস্থার কর্নধার ধীমান ব্রহ্মচারী–সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

লেখক এ দিন আরও বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ঝলক–গল্প শুধু বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি শাখা হিসেবেই নয়, অচিরেই প্রধান এবং সব চেয়ে উজ্জ্বল শাখা হিসেবেই জ্বলজ্বল করবে।'

উদ্যোগ বৃদ্ধির অভিনব পথ দেখাবে ভারতীয় জনসেবা মিশন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গের এক অগ্রণী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জন সেবা মিশন এই সংস্থা সম্প্রতি সর্বভারতীয় স্তরে মহিলা ক্ষমতায়ণের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। তারই রেশ ধরে ভারতীয় জনসেবা মিশন এবং পিওর ইন্ডিয়া ট্রাস্ট, জয়পুর, রাজস্থানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মহিলাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যবসা (উদ্যোগ) বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে। এই মর্মে সংস্থার পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জনসেবা মিশনের চেয়ারম্যান এবং সিইও শিবাজী চট্টোপাধ্যায় জানান, মোট আসন সংখ্যা ২৫টি। দুই দিন ক্লাস হবে। এবং প্রায় তিন মাস ধরে চলবে বিশেষ প্রমোশনাল অ্যান্ড ইনক্লিউশন প্রোগ্রাম। উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া জেলাগুলির উৎপাদনমুখী/পরিষেবা প্রদানকারী অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা এই সুযোগ পাবেন বিনামূল্যে। এজন্য ১৮ মে থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে ৯০৮৮৬৭৪৪০০ নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করা যাবে। অথবা ভারতীয় জনসেবা মিশনের ওয়েবসাইট থেকেও ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে। ভারতীয় জনসেবা মিশনের বারাসত অফিসে এসে ফর্ম জমা করতে হবে রবিবার বাদে দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে। ফর্ম জমার শেষ তারিখ ১০ জুন, ২০২৩। তারপর

ফর্ম স্ক্রুটিনি করে নর্বাচিতদের অতি দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম পর্বের ক্লাশ হবে ১৬ জুন, ২০২৩। কিভাবে প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডি করতে হয়, ব্যবসার জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধা কি আছে এবং কিভাবে পাওয়া যায়, ব্যবসার আইনি দিক এবং বিভিন্ন সোস্যাল বিজনেস মিডিয়া লিংকেজ। দুই দিনই দক্ষ আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ক্লাশ নেবেন। দুই দিন ক্লাশ শেষ হবার পরেই উদ্যোগীদের জন্য ৩ মাস ধরে চলবে তাদের প্রোডাক্ট (উৎপাদন মুখী এবং পরিষেবা মূলক) ভিত্তিক ভিডিও তৈরি ও তা ছড়িয়ে দেওয়া, বি২বি মার্কেট প্লেস লিংকেজ, ডিজিটাল ও সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিংএর কাজ।

শিক্ষার্থীদের জয়ফুল লার্নিং দিতে চিরন্তনের– প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে জয়ফুল লার্নিং এর সাম্প্রতিক ভাবনা চালু হতেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রয়াস নেওয়া চলছে । সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙার চিরন্তন নাট্য সংস্থা সম্প্রতি গত ৮ থেকে ১৮ মে দশ দিনব্যাপী নাট্যনির্মাণ ভিত্তিক (প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড) নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছিল মেদিয়া বাস্তহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ।

গরমের ছুটি পড়ে গেলেও এই কর্মশালায় ছাত্র–ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ১৬ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিল। ১০ দিনে আঙ্গিক বাচিক, মেমোরি গেম, তাল, লয়, ছন্দ,প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঐ সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি নাট্য নির্মাণ করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে ইঁদুরের ভোজ। নাটিকাটি ১৮ তারিখের কর্মশালা শেষে প্রদর্শনের পর কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকা মাস্টার অদ্রীশ দাস, লক্ষণ বিশ্বাস, দিশা সরদার, সুতপা কর্মকার এবং চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস কে উপস্থিত অভিভাবকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মেদিয়া বাস্তহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তপন সরকার মহাশয় চিরন্তনের পরিচালক তথা নাট্য কর্মশালা প্রশিক্ষক অজয় দাস মহাশয় কে সম্মাননা জ্ঞাপন করে বলেন বিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের মধ্যে এই ধরণের প্রয়াস এই উদ্যোগে যে সাড়া ফেলেছে

তাকে আরো ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক ভূমিকা নেবেন । পরিশেষে চিরন্তনের পক্ষ থেকেও স্মারক এবং ব্যাজ পরিয়ে তপন সরকার মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করে চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস বলেন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক–শিক্ষিকাবৃন্দ এবং শিক্ষাকর্মী সোমা দত্ত এবং বিশ্বনাথ দাসের সহযোগিতা মনে রাখার মত। কর্তৃপক্ষের এই রকম সহযোগিতায় তারাও উৎসাহিত ।

অনবদ্য কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ মে, ২০২৩ (২৫ শে বৈশাখ, ১৪৩০) সন্ধ্যায় এক অনবদ্য সুন্দর কবিপ্রনাম অনুষ্ঠানের সাক্ষী রইলো হাওড়ার মানুষজন। সেন্ট্রাল হাওড়া উৎসব সাংস্কৃতিক পরিবারের আয়োজনে বিজয়কৃষ্ণ স্মৃতি সমিতি মন্দিরতলার সহযোগিতায় সমিতি প্রাঙ্গণে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়ে সেই সন্ধ্যার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাঁরা আবৃত্তিতে, সঙ্গীতে, ও নৃত্যে তাদের পরিবেশনা দিয়ে মুগ্ধ করেন তাঁরা হলেন – স্বপ্না ঘোষাল, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন গাঙ্গুলী, আর জে রাজা, চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত সহ মল্লিকা রায়চৌধুরী, অর্পিতা দাস, সুরঞ্জনা ঘোষ, শুভাশিস চক্রবর্তী, সুস্মিতা পাল, পারমিতা ব্যানার্জী, কুন্তলা সরকার, জয়দীপ চক্রবর্তী, শুভেন্দু ঠাকুর, গৌতম মুখার্জী, অসীম মিত্র ,পল্লব মুখার্জী, অঞ্জন চ্যাটার্জী, সৌভিক রায়, রাধারাণী ঘোষ, গীতা দাস, মৌসুমী চ্যাটার্জী ও নৈবেদ্য নৃত্য সংস্থা, নৃত্যমন্দির, চেতনা, রবীন্দ্র গীতায়ন, সুর বলাকা প্রমুখ। সুস্থ রুচির এই অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ স্মৃতি সমিতির সদস্যগণ সহ পিয়ালী মিত্র চন্দ্র, শুভাশিস মাল প্রমুখ। সঞ্চালনায় বাচিক শিল্পী রাজীব চন্দ্র। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিল টাক্স ফাইল কিজিয়ে প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গমিত্র পাক্ষিক পত্রিকা।

কানন দেবীকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাসভবনে শরৎ সমিতির উদ্যোগে আলোচনাসভা বসে। গত ১৯ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় আলোচনার বিষয় ছিল সবাক যুগের বাংলা ছবির গোড়ার তারকা নায়িকা গায়িকা কানন দেবী। বক্তা বাংলা ছবির প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড শঙ্কর ঘোষ । সূচনায় শরৎ সমিতির সম্পাদক ড শ্যামল কুমার বসু বক্তাকে স্বাগত জানান। শরৎ সমিতির সহ–সভাপতি ড পূরবী দত্ত এমন বিষয়ের প্রস্তাবক ছিলেন। শিল্পী তাঁর বক্তব্যে কানন দেবীর বহুমুখী প্রতিভার নানা দিক তুলে ধরেন। বহু টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে এল তাঁর শৈশবের কথা, ছবির জগতে প্রবেশের কথা, শিল্পী জীবনের উত্থান পতনের কথা, পুরস্কার প্রাপ্তির কথা, প্রোডাকশন হাউস খোলার কথা প্রভৃতি। চা পানের বিরতির পর ড. শঙ্কর ঘোষ কানন দেবীর কয়েকটি বিখ্যাত গান (আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে, আমি কান পেতে রই, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, আমি বনফুল গো প্রভৃতি) গাইলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতারা উপভোগ করলেন এই দেড় ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় সেই কথাই তুলে ধরলেন সমিতির অন্যতম সভাপতি শ্রী দীপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অগ্রগামী ক্লাবের সামাজিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংস্কৃতির শহর বলে যে শহর সারা দেশের মানুষের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে সেই শহরের বুকে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে এক ও অনন্য অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন হিসেবে গোবরডাঙ্গা সাহাপুর অগ্রগামী ক্লাব নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত ৭ মে রবিবার থেকে ৯ মে। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া, রেড ক্রস, বিশ্ব মাতৃ দিবসকে সম্মান জানিয়ে জনস্বাস্থ্য ও মানবিক জনকল্যাণমূলক কাজের সূচনা হলো মশাল দৌড়, জাতীয় পতাকা ও ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। উদ্বোধনে এই সংগঠনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত

ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি, গোবরডাঙ্গা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অসীম কুমার পাল ও গোবরডাঙ্গা পৌরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক। অগ্রগামী ক্লাবের আয়োজনে প্রথম বর্ষ রক্তদান কর্মসূচিতে প্রথমদিন ৪১জন রক্ত দিয়েছেন। গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের সময়ে এমন শিবিরে ৪১ জন রক্তদাতা শিবিরের সাফল্যের বার্তা বহন করে। পরবর্তী কর্মসূচি যোগা, প্রাণায়াম, মেডিটেশন প্রদর্শনী দেখাতে এসেছিলেন ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রালয় ও পতাঞ্জলীর অন্যতম প্রশিক্ষক তিমির বরণ দে। শিবিরের এলাকার বহু মহিলা, পুরুষ, শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দ্বিতীয়দিন আর এন টেগোর ইনস্টিটিশন অফ কার্ডিয়াক সায়েন্স অ্যান্ড কলেজের অভিজ্ঞ ডাক্তারদেরসহযোগিতায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের ৫০০ জন যোগ দেন। এই শিবিরে সুগার, প্রেসার, ইসিজি, বিএমডি পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। শেষদিনে সকাল ৮টা থেকে মুকুলিকা গানের স্কুলের শিল্পীদের এক সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কবি–প্রণামে সঙ্গীত শিক্ষিকা অনিমা মজুমদারের নেতৃত্বে আকন মজুমদার, তিয়াসা মুখার্জীর অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশনের পর এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে কবিতা,গান নিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় । পাশাপাশি সকাল থেকে চলা বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণ পরীক্ষা শিবির সম্পন্ন হবার পরে দাঁতের ডাক্তারের সহযোগিতায় বিনামূল্যে দাঁত পরীক্ষা শিবির সফল ভাবে সম্পন্ন হয় ।

২৫৬৭তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ মে ২০২৩ শুক্রবার ২৫৬৭তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব ধর্মতলায় রাণী রাসমণি রোডে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ডঃ অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু ও বোধিজ্যোতি ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বহু বিদগ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু, লামা, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরু, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক নির্মল মাঝি, জয়প্রকাশ মজুমদার, উত্তমা নন্দজী, ফাদার সঞ্জীব দাস, আম রহমান সাহেব, স্বামী অচ্যুতানন্দ

পুরী সহ সুশীল সমাজের জ্ঞানীগুণী প্রচুর অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিকে উত্তীয় ও বুদ্ধদেবের মূর্তি, ফুল দিয়ে বরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বুদ্ধদেবের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই দিন বাংলায় ছুটি হিসাবে ধার্য করার জন্য সকলে তাকে ধন্যবাদ দেন। পরিশেষে সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশিত হয়। সমগ্র অতিথিদের মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

আঁতস কাঁচে

বাগান তৃতীয়

প্রিমিয়ার লিগ নেক্সট জেন কাপে বেঙ্গালুরু এফসি-র যুব দলের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল এটিকে মোহনবাগান। এই ড্রয়ের ফলে এটিকে মোহনবাগান তিন ও বেঙ্গালুরু এফসি চার নম্বরে থেকে লিগ পর্ব শেষ করল। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেলেনবশ এফসি'র কাছেও ২-০-য় হারে এটিকে মোহনবাগান।

কুয়াদ্রাতের সহকারী

প্রাক্তন আইএসএল জয়ী দলের ফুটবলার দিমাস দেলগাদোকে দু'বছরের জন্য সহকারী কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল এফসি। ৪০ বছর বয়সি এই প্রাক্তন তারকা তাদের হেড কোচ কার্লস কুয়াদ্রাতের সহকারী হিসেবে কাজ করবেন। কুয়াদ্রাতের প্রশিক্ষণেই বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে খেলেছেন দেলগাদো।

খেলবে বাগান

গতবার না খেললেও কলকাতা লিগে দল নামাচ্ছে মোহনবাগান। তবে সিনিয়র টিম নয়, রিলায়েন্স লিগে খেলা যুব দলই এবার লিগ এবং ডুরান্ড কাপে খেলবে। বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, 'আগামী কলকাতা লিগ এবং ডুরান্ড কাপে আমাদের যুব দল অংশ নেবে। কিছু সিনিয়র ফুটবলারও খেলবে। ৪০ জন ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন হয়। এরফলে ভালো সাপ্লাই লাইন তৈরি হবে। লিগে এবং ডুরান্ডে খেলার ফলে যুব ফুটবলাররাও উৎসাহিত হবে।

পিয়ালি অসুস্থ

বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালু জয় করার পর হঠাৎই সমস্যায় হুগলির চন্দননগরের পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক। তিনি ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর পায়ে বরফের ক্ষত। দু'পায়ে পুরু ব্যান্ডেজ নিয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর একটি হাসপাতালে ভর্তি পিয়ালি। তাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকজন বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ নেই। শেরপা ও অন্যান্য লোকজনই এই পরিস্থিতিতে বাংলার এই পর্বতারোহীকে সাহায্য করছেন।

অবনমন ফিরছে

অবশেষে কলকাতা ফুটবল লিগে অবনমন ফিরছে। গত দুই বছর লিগে অবনমন যেমন ছিল না। লিগের সব ডিভিশনে অবনমন থাকছে বলে আইএফএ-র গভর্নিং বডির সভায় অবনমন ফেরার কথা জানান সচিব অনির্বান দত্ত। লিগের কোনও দল যদি কোনও ম্যাচ না খেলে তাহলে সেই ম্যাচের প্রতিপক্ষ দল ৩ পয়েন্টের সঙ্গে পাবে ৩ গোল। পাশাপাশি যে দলটি খেলবে না সেই দলের সেই ম্যাচের ৩ পয়েন্ট তো কাটা যাবেই সঙ্গে তাদের প্রাপ্ত পয়েন্টের আরও ৬ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হবে।

ইস্টবেঙ্গলে স্প্যানিশ শক্তি

সূত্রের খবর, স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহাকে নিশ্চিত করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। গত বছর হায়দরাবাদ এফসিতে খেলেন তিনি। বেশ প্রশংসনীয় ফুটবল উপহার দেন বোরহা হেরেরা। ৩০ বছরের মিডিওকে কার্যত নিশ্চিত করে কিছুটা হলেও শক্তি বাড়াল ইস্টবেঙ্গল। বোরহার আগে হায়দরাবাদের ফরোয়ার্ড জেভিয়ার সিভেরিওকেও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল।

বাংলায় লিয়েন্ডার

টেনিস প্রিমিয়ার লিগের পঞ্চম সংস্করণ শুরু হবে পুনেতে। এই টেনিস প্রিমিয়ার লিগে বাংলার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কিনলেন লিয়েন্ডার পেজ, ওয়ারউইজার্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান যতীন গুপ্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। লিয়েন্ডার বলেন, বাংলার দলের মুখ ও অন্যতম কর্ণধার হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। কলকাতা আমার নিজের শহর। এখানকার সঙ্গে অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে।

যে চার ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়া 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়েছে নাইট রাইডার্সের

সুমনা মণ্ডল

আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অভিযান শেষ। সাত নম্বরে শেষ করেছে এবার কেকেআর। ১৪ ম্যাচের মধ্যে

৬ ম্যাচ জিতেছে। খারাপ ফলের পর নানা কাটাছেঁড়াও চলছে দল নিয়ে। এবারে ওপেনিং জুটি যেমন জমেনি, তেমন বোলিংয়েও কোনওভাবে দাগ কাটতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স একমাত্র রিঙ্কু সিংয়ের। বাকি দু'একটা ব্যক্তিগত সেরা ইনিংস থাকলেও দলগতভাবে ফেলেই করেছে নাইট রাইডার্স। আইপিএলের শুরুতেই শ্রেয়স আইয়ার চোটের জন্য ছিটকে যান। পরিবর্তে নীতিশ রানার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। অধিনায়কত্ব নিয়েও টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ে প্রশ্ন উঠেছে। তেমনই সমালোচনার মুখে পড়েছে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার সুপার ফ্লপ হওয়ায়। তবে সবকিছুর উর্দ্ধে ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তা নিয়েই নাইটভক্তদের চলছে আফশোষ। আইপিএলের ইতিহাসে কলকাতা নাইট রাইডার্স অন্যতম সফল একটা দল। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত কলকাতা ২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেরা দলের এই পরিস্থিতির জন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন অন্তত চার গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে নাইট শিবির থেকে ছেড়ে দেওয়াই এক্স ফ্যাক্টর হয়েছে। এই চার ক্রিকেটার থাকলে আজ এভাবে হয়তো ব্যর্থতার মুখ দেখতে হত না। এরমধ্যে সবচেয়ে দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার সূর্যকুমার যাদব ও শুভমন গিল। শুভমন গত এক দশকে ভারতের অন্যতম সফল তরুণ প্রতিভাদের একজন। ২০১৮ থেকে কলকাতা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। তবে তাঁর ব্যাটিং লাইনআপের কোনও ঠিক ছিল না। ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পর শুভমনকে নিয়েছিল কেকেআর। চার বছর তিনি বেগুনি জার্সির হয়ে খেলেছেন। নিজেকে প্রমাণ করতেও কোনও কার্পণ্য রাখেননি। কেকেআরের হয়ে ৫৫টা ইনিংস খেলে করেছেন ১১৪৭ রান। ২০২২ সালের মেগা নিলামের আগে কেকেআর তাকে ছেড়ে দেয়। গিল এখন গুজরাত টাইটান্সের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এই বছর আইপিএলে গুজরাতের হয়ে অনবদ্য পারফরমেন্স করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতেন কেকেআরে। শুধু শুভমনই নন, বাতিলের তালিকায় সূর্যকুমার যাদবের মতো ক্রিকেটার। একাধিক আইপিএলে কলকাতার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলেছেন সূর্যকুমার। কিন্তু ২০১৮ সালে কলকাতা টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে মেগা নিলামের আগে ছেড়ে দেয়। সূর্যকুমার তখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বের এক নম্বর টি২০ ব্যাটার। এই তালিকায় সঞ্জু স্যামসনের নামও করা যায়। সঞ্জু স্যামসনও এক সময় কেকেআর দলের সদস্য ছিলেন। কেরালার এই উইকেট-রক্ষক আইপিএলে ২০১৩ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে অভিষেক করার আগে তিনি কলকাতার হয়ে ২০১২ সালে আইপিএল জিতেছিলেন। স্যামসনের মতো একজন খেলোয়াড় কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভরসা দিতে পারতেন। বিশেষকরে অধিনায়কত্ব সামলাতে তিনি যে সিদ্ধহস্ত তা রাজস্থানের ক্যাপ্টেন্সি দেখেই বোঝা যায়। তাঁকে ছেড়ে দেয় অনেক আগেই কেকেআর। তিন স্বদেশি ক্রিকেটারের পাশাপাশি বিদেশি ক্রিকেটার ট্রেন্ট বোল্টের নামও বলা যায়। এই মরসুমে কলকাতার পেস আক্রমণ খুব একটা ভালো প্রভাব ফেলতে পারেনি। শার্দুল ঠাকুর, উমেশ যাদব, হর্ষিত রানা ও কুলবন্ত কেউই ধাক্কা দিতে পারেননি সেভাবে। নিউজিল্যান্ডের অন্যতম বোলার ট্রেন্ট বোল্ট ২০১৭ সালে কলকাতার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রভাব ফেললেও দল তাকে ছেড়ে দেয়। এইবছর আইপিএলে বোল্ট রাজস্থানের হয়ে খেলছেন। প্রায় প্রতি ম্যাচেই শুরুতে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ধাক্কা দিয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট।

গেইলকে ছাড়িয়ে শীর্ষে এখন কিং কোহলি

তিনি বিরাট, তিনিই রাজা। যুগ্মভাবে শীর্ষ থাকা ব্যাপারটা ঠিক ভাল লাগেনি যেন! প্রথমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে ক্রিস গেইলের সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন। এখানেই থামেননি। পরের ম্যাচেই গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধেও আবার সেঞ্চুরি হাঁকালেন। টপকে গেলেন গেইলের সেঞ্চুরির সংখ্যা। আইপিএলে ৭ সেঞ্চুরির মালিক হয়ে এখন শীর্ষে একা বিরাজমান কিং কোহলি। আইপিএল-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শতরানের মালিক। ৬ সেঞ্চুরি রয়েছে ক্রিস গেইলের। ৫ সেঞ্চুরি জস বাটলারের। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৬৩ বলে ১০০ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ১২ চার ও ৪ ছয়। গুজরাতের বিরুদ্ধে ৬১ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন বিরাট। এই ইনিংসে ছিল ১৩ বাউন্ডারি ও ১ ওভার-বাউন্ডারি। ৩৫ বলে স্পর্শ করেন ফিফটি। পরের পঞ্চাশ রান করতে তিনি নেন স্রেফ ২৫ বল। আইপিএলে পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করা স্রেফ তৃতীয় ব্যাটার কোহলি। ২০২০ সালে দিল্লি ক্যাপিট্যালসের হয়ে শিখর ধাওয়ান ও গতবার রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এই কীর্তি গড়েন জস বাটলার। রেকর্ড গড়ার পর বিরাট বলেছেন, 'আমার দারুণ লাগছে।

অনেকেরই মনে হয়েছিল, আমি আর টি২০ ক্রিকেট খেলতে পারছি না। তবে আমার সেটা মনে হয়নি। আমার মনে হয়, টি২০ ক্রিকেটে সেরা পারফরমেন্স দেখাচ্ছি। আমি নিজের খেলা উপভোগ করছি। আমি এভাবেই টি২০ ক্রিকেট খেলি।' নিজের ব্যাটিং নিয়ে বলেন, 'আমি সবসময় পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করি। এখন আমি যেভাবে ব্যাটিং করছি সেটা খুব ভালো লাগছে।' সব মিলিয়ে টি২০ কেরিয়ারে কোহলির অষ্টম সেঞ্চুরি এটা। এই সংস্করণে তার চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে কেবল গেইল (২২) ও বাবর আজমের (৯)। এছাড়া সমান ৮ সেঞ্চুরি করেছেন মাইকেল ক্লিঙ্গার, অ্যারন ফিঞ্চ ও ডেভিড ওয়ার্নার। সব মিলিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে ৬ অর্ধশতরান ও ২ শতরানে তার রান হল ৬৩৯। তৃতীয়বার এক আসরে ৬০০-এর বেশি রান করলেন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। উল্লেখ্য, চার বছর পর আবার আইপিএলের মঞ্চে বিরাট শতরান পেলেন। আইপিএলে কোহলির শেষ সেঞ্চুরি ছিল ২০১৯ সালের এপ্রিলে, ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৫৮ বলে করেছিলেন ১০০ রান। প্রথম সেঞ্চুরি পান তিনি ২০১৬ আসরে। স্রেফ একটি নয়, সেবার সেঞ্চুরি করেন ৪টি! যদিও গ্রুপপর্বেই বিদায় নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। বিরাট আইপিএল মঞ্চেই প্রস্তুত থেকেছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। কোহলি বলেন, 'আমি খুব বেশি অভিনব শট খেলিনি। আসলে টেস্ট ক্রিকেট (বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল) রয়েছে। আমার টেকনিক ঠিক রাখতে হবে।' এবারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচ খেলে ৬৩৯ রান করেন বিরাট। এরমধ্যে ২ সেঞ্চুরি ও ৪ হাফসেঞ্চুরি।

ক্লাব লাইসেন্স করাতেও ফেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী মরসুমের ক্লাব লাইসেন্স পেয়ে গেল মোহনবাগান। কিন্তু ছাড়পত্র পেল না ইস্টবেঙ্গল। সবমিলিয়ে আইএসএলে খেলা তিনটি ক্লাবের কপালে ছাড়পত্র মেলেনি। প্রসঙ্গত, আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র পেতে গেলে ক্লাব লাইসেন্স বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিয়মে স্পষ্ট করে বলা রয়েছে যে, আইএসএল ও এএফসি কাপের মতো টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য ক্লাব লাইসেন্স থাকা একেবারে বাধ্যতামূলক। লাল হলুদ ছাড়াও আটকে গিয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ও হায়দরাবাদ এফসি। ২০২৩-২০২৪ মরসুমে ক্লাব লাইসেন্সের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য ১২টি ক্লাব আবেদন করেছিল।

লাইসেন্সের জন্য সাধারণত দুইভাগে আবেদন জানানো হয়। আই লিগ ও আইএসএলে খেলার জন্য আলাদাভাবে লাইসেন্সের আবেদন করে ক্লাবগুলি। তবে দুই ক্ষেত্রেই লাইসেন্স অনুমোদন পেলে এএফসি কাপে খেলার অনুমতি পেয়ে যায় ক্লাবগুলি। তবে এই লাইসেন্স অনুমোদনের আগে ফেডারেশনের বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় ক্লাবগুলিকে। লাইসেন্সিং কমিটি সেই আবেদন খুঁটিয়ে দেখে ৯টি ক্লাবকেই সবুজ সংকেত দিয়েছে। জানানো হয়, মোহনবাগান-সহ আইএসএলে খেলা আটটি দলের লাইসেন্স রিনিউ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে কলকাতা থেকে রয়েছে মোহনবাগান, এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, ওড়িশা এফসি, জামশেদপুর এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স ও চেন্নাইয়িন এফসি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, নর্থইস্ট ইউনাইটেড ও হায়দরাবাদ এফসিকে এই লাইসেন্স দেওয়া যায়নি। কারণ বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে পারেনি এই দুই ক্লাব। তবে এখনই ছাড়পত্র না পাওয়া ক্লাবগুলির হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। ফেডারেশন ইস্টবেঙ্গল-সহ তিন ক্লাবের লাইসেন্স রিনিউ করার আবেদন খতিয়ে দেখবে। অন্যদিকে, গত মরসুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে আগামী মরসুমে আইএসএল খেলার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে পঞ্জাব এফ সিকে।

কালনায় রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা নজর কাড়ল

দেবাশিস রায় : পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার শহরের পুরশ্রী মঞ্চে আয়োজিত এই যোগাসন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। কালনা শহরের একটি যোগ প্রশিক্ষণ সেন্টারের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এবারের ষষ্ঠ বর্ষ এই যোগাসন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ১৯টি জেলা থেকে বিভিন্ন বয়সী ৬৯২ জন পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বয়স অনুযায়ী মোট ১২টি বিভাগ ছিল। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক অসীম দফাদার জানান, কালনায় এবারে আয়োজিত ষষ্ঠ বর্ষ রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় জুনিয়রদের ৪টি বিভাগে ২৫টি করে এবং সিনিয়রদের ৮টি বিভাগে ১০টি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী প্রাচীন তথা ঐতিহাসিক শহরগুলির মধ্যে অন্যতম হল অম্বিকা কালনা। এই শহরের বাসিন্দা রামিশা দফাদার কৈশোরেই আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় বিশ্ববাসীর নজর কেড়ে নিয়েছে। বর্তমানে সে কালনাবাসীর কাছে যোগকন্যা রূপে পরিচিত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে কালনায় অনুষ্ঠিত রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা বাস্তবিকই সাফল্য লাভ করে।

স্পেশাল অলিম্পিকে বীরভূমের ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি : জার্মানিতে আয়োজিত স্পেশাল অলিম্পিকে বীরভূম জেলার ১১ জন অংশগ্রহণ করবে। আগামী ১৩ থেকে ২৯ জুন জার্মানির বার্লিনে হতে চলেছে স্পেশাল অলিম্পিক। তারা ফুটবল,ভলিবল এবং হ্যাণ্ডবল খেলায় অংশ নেবে। এপ্রিল মাসে গুজরাত, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাম্প করে স্পেশাল অলিম্পিকের জন্য খেলোয়াড় বাছাই করা হয়। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক আঠারোজনের দল গঠন করা হয়। আঠারোজনের ফুটবল দলে স্থান পাই বীরভূমের ৪ জন। বাকি খেলা মিলিয়ে মোট ১১ জন এই জেলা থেকে স্পেশাল অলিম্পিকে বার্লিনের মাটিতে খেলতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সিউড়ি ১ নং ব্লকের নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁটাবুনি গ্রামের পাপিয়া মুর্মু বলেন, 'খুব ভালো লাগছে'। এর আগে আমি স্পেশাল অলিম্পিকে আমেরিকা খেলতে গিয়েছিলাম। এবার জার্মানি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।' ইতি মাল ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছেন। ইতি বলেন, 'এই প্রথম সুযোগ পেয়েছি। ভালো ফল করার চেষ্টা করব। প্রশাসনের আধিকারিকরা থেকে শুরু করে পরিজনেরাও খুশি।'

আইএফএ'র উদ্যোগে এবার মেয়েদের 'শিল্ড'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ডে এবার অংশ নেবে মেয়েরাও। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের নিয়েও শিল্ড টুর্নামেন্ট করতে চলেছে এবার আইএফএ। আইএফএ-এর ইতিহাসে এই প্রথম মহিলাদের নিয়ে শিল্ড টুর্নামেন্ট হচ্ছে। প্রথম বছর বলেই এবার ৬টি দল নিয়ে মহিলাদের শিল্ড হবে। এই শিল্ডে অংশ নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব, চাঁদনি, নদিয়া ও ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। সম্ভবত মে মাসের শেষ সপ্তাহে মহিলাদের শিল্ড শুরু করতে চলেছে। ৬টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, চাঁদনি স্পোর্টিং ও ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। আর দ্বিতীয় গ্রুপে আছে মহমেডান স্পোর্টিং, শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব ও নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দল। গ্রুপের প্রথম দুটি করে দল শেষ চারে খেলবে। তবে মহিলাদের শিল্ড কলকাতা শহরে হবে না। টুর্নামেন্ট চলবে জেলায়। তেহট্ট ও কৃষ্ণনগরে এই মহিলাদের শিল্ড হবে। হঠাৎ কেন জেলায় শিল্ড? এই প্রশ্নের জবাবে আইএফএ সচিব অনির্বান দত্ত বলেন, 'জেলার মহিলা ফুটবলকে আরও উজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা মহিলাদের শিল্ড জেলায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশাকরি সুষ্ঠুভাবেই শিল্ডটা করতে পারব।' আইএফএ-এর সভায় সচিব অনির্বান দত্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস,সহসচিব রাকেশ (মুন) ঝাঁ, নজরুল ইসলাম, সুফল গিরি, মহমেডানের বেলাল আহমেদসহ অন্যরা।

বোমায় উড়ে গেছে দু'পা! কৃত্রিম দু'পায়েই অসাধ্যসাধন হরির, পৌঁছলেন এভারেস্টের চূড়ায়

নীরজই এখন বিশ্বের এক নম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনিই প্রথম। অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে প্রথম ভারতের হয়ে সোনা জয়ী অ্যাথলিট। আবার তিনিই প্রথম কোন ভারতীয়, যিনি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে বিশ্বে একনম্বর হলেন। আবারও ইতিহাস গড়লেন নীরজ চোপড়া। সোমবার প্রকাশিত নয়া বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে অ্যান্ডারসন পিটার্সকে সরিয়ে শীর্ষে উঠে এলেন তিনি। যা বিরল দৃষ্টান্ত ভারতীয় অ্যাথলিট দুনিয়ায়।তিনিই এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের প্রধান মুখ। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, প্যারিস অলিম্পিকের আগে নীরজের ধারাবাহিকতা ফের পদকের আশা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেরিয়ার বেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে নীরজের সংগ্রহ ১৪৫৫ পয়েন্ট। ২২ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়স্থানে গ্রেনাডার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স। তাঁর পয়েন্ট ১৪৩৩। তৃতীয়স্থানে জাকুব ভাদলেচ। তাঁর পয়েন্ট ১৪১৬। এরপরের দুই স্থানে আছে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। তাঁর পয়েন্ট ১৩৮৫। পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের পয়েন্ট ১৩০৬। কয়েক সপ্তাহ আগেই দোহায় প্রথম লেগে ডায়মন্ড লিগে জিতেছেন নীরজ। সেখানে ৮৮.৬৭ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। তারপরই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান দখল করেছেন ২৫ বছরের ভারতীয় তারকা। ফলে নীরজই এখন বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ জ্যাভলিন থ্রোয়ার। উল্লেখ্য, দুর্ভাগ্যবশত চোটের কারণে কমনওয়েলথে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো, ডায়মন্ড লিগে সোনাজয় নীরজের সাফল্যের মুকুটে যোগ হয়। এর আগে ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসের সোনা, ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসের সোনা জিতেছিলেন। টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিনে ৮৭.৫৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন নীরজ। অভিনব বিন্দ্রার পরে অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে এটি ছিল দ্বিতীয় সোনা জয়। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ইভেন্টে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। চলতি বছরে দোহায় অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগে ৮৮.৬৭ মিটার ছুঁড়ে সোনা জেতেন নীরজ। দোহায় ডায়মন্ড লিগ ইভেন্টে সেরার শিরোপা পেয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকেও তিনি সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে চান। যদিও এখনও তিনি তাঁর কাঙ্খিত ৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেননি। যা করার জন্য নিরন্তর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। জুরিখে ডায়মন্ড লিগে ৮৯.৬৩ মি দূরত্বে জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। আগামী ৪ জুন নেদারল্যান্ডসে ফ্যানি ব্ল্যাকার্স-কোয়েন গেমসে নামবেন। তারপর আগামী ১৩ জুন ফিনল্যান্ডের পাভো নুরমি গেমসে অংশগ্রহণ করবেন নীরজ চোপড়া। জোড়া এই টুর্নামেন্টকে চলতি বছরে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com